উদাসীন পথিকের মনের কথা।

স্বত্বাধিকারী

মীর মশাররফ্ হোসেন।

সান্তিকুঞ্জ—টাঙ্গাইল।

কেউধা,—লাহিনীপাড়া হইতে
মীর মহতাব আলি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪৬ নং পঞ্চাননতলা লেন ভারত মিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।

মুখবন্ধ।

গুপ্ত কথা, গুপ্ত লিপী, গুপ্ত কাণ্ড, গুপ্ত রহস্য, গুপ্ত প্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই রহিয়াছে। মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি, জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতি স্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। সত্য কথা বলিতে দোষ কি? আমার জন্য যে কাঁদে এমন একটী চক্ষুও নাই। চক্ষু কাঁদে, না মন কাঁদে? (যাহা চক্ষে দেখ্‌তে পাই) অনেকেই অনেকের জন্যে কাঁদে। মনের কান্নার সহিত একত্র মিলিয়া মিসিয়া কাঁদে? না—উপরি ভাবেই চক্ষে জল গড়াইতে থাকে? আবার পরস্পর তুমি "আমার" আমি "তোমার" বলিয়া প্রেমের হাট, মায়ার বাজার বসাইয়া দেই। সকলেই কি প্রেমের দোকানদারী করিতে জানি? না—ঠিক ভাবে খরিদ বিক্রী ক'রে মহাজনকে কিছু লাভ দেখাইতে পারি? না—সকলই মুখে!! এখন বাকি রইল, "আমি"। কারণ, "তুমি আমার, আমি তোমার।" আমি কার কে? আমিই বা কে? সেই আমি—যাহার জন্যে কাঁদিবার একটি চক্ষুও নাই। আমি সেই আমি। কিন্তু আমি এমনই অজ্ঞ, যে একত্র এক দেহ এক প্রাণ হইয়া অনেক দিন কাটাইলাম। চক্ষুতে অন্ধকার ঘিরিল, কালকেশ ধবল হইয়া আসিল, জীবন শেষে, যাহা যাহা হইবার কথা, তাহা সকলই হইল, চিনিলাম না—চিনিতে পারিলাম না—আমি কে? আভাষ ইঙ্গিতে বুঝিতেও পারিলাম না—আমি কে?

আমারই যখন আমিত্বে নানা গোল—তখন "আমি তোমার" এ কথাটাও বোধ হয় মুখেরই কথা,—কথারই কথা। আমাতেও সন্দেহ—তোমাতেও সন্দেহ। আসলেই ভুল। আমিও আমার নহে, তুমিও তোমার নহ। কাজেই "আমার" "তোমার" কথাটাও কিছু নহে। আপন বলিতে আমার কেহ নাই। কার্য্য এবং ব্যবহারেই মায়া—সংসারময় স্বার্থের অপছায়া।

এই অসার, অপরিচিত, অস্থায়ী "আমি", আমার ভাবনা চিন্তার কোনই কারণ নাই। সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধ হয় পারিব। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, আর মা—জানেন। কারণ শোনা কথাই পথিকের মনের কথা। সে কথার ইতি নাই। জীবনের ইতির সহিতেই কথার ইতি—আমার মনের কথার শেষ।

জলধির জলের ঘাত প্রতিঘাতেই স্তরের সৃষ্টি। সংসার সাগরেরও ঠিক তাহাই। সেই ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে সকল স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইব। আর মনের কথা শুনাইব।

পাঠক! সমালোচনার ভয় আমার নাই। কথা শুনাইয়া যাইব এইমাত্র কথা। তবে একটী কথা, যদি কাহার মনের কথার সহিত আমার মনের কথার কোন অংশ, আঁকে জোঁকে, আকার প্রকারে, ইঙ্গিতে আভাষে; ঠিক বেঠিক, মিল গরমিল বোধ হয়, তবে কিছু মনে করিবেন না।—কোন সন্দেহ করিবেন না। মার্জ্জনা প্রার্থনা করি, ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে।

আপনাদের

অনুগ্রহ প্রত্যাশী—উদাসীন পথিক।

উদাসীন পথিকের মনের কথা।

প্রথম স্তর।

প্রথম তরঙ্গ।

নীল-কুঠী।

কুষ্টিয়ার বর্ত্তমান রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর সীমা গৌরী নদী, পূর্ব্ব সীমা কালী গঙ্গা। কালী গঙ্গা গৌরীর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া ক্রমে দক্ষিণ দিক্ বহিয়া কুমার নদে মিশিয়াছে। কালী গঙ্গার বাম তীরে শালঘর মধুয়ার নীল-কুঠী। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সাত মাইল ব্যবধান। বর্ষাকাল—নীল কাজ আরম্ভ, দিবা-রাত্র লোক জনের কোলাহল।

বেলা প্রায় ৮টা। কুলিরা বোঝা বোঝা "নীল শিটী" মাথায় করিয়া, হউজের বাহিরে ফেলিতেছে, নীল পচা দুর্গন্ধময় জল, নাক মুখ বহিয়া বুকে পিঠে পড়িতেছে। অল্প পরিসর পরিধেয়খানি ভিজিয়া পায়ের নলা পর্য্যন্ত নীল রঙ্গে রঙ্গিয়া যাইতেছে! ছোট হউজের কুলীরা ব'ঠে হস্তে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া তালে তালে নীল পচা জল, মাই* করিতেছে। জাঁতঘরে জ্বালানী মাল জাঁত হইতেছে। আপিস দালানে আমলাগণ আপন আপন কার্য্যে বসিয়া কাগজ কলমে, মনের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছে। মেঃ টি, আই, কেনী, শয়ন কক্ষেই আছেন। দ্বিতল হইতে নীচে নামেন নাই।

প্রতিদিন ৭টার সময় নীচে নামিয়া ডিহি দেখিতে গমন করেন, আজ ৮টা বাজিয়া যায়, নীচে আসিতেছেন না। কেফাতুল্যা দরওয়ান, সিঁড়ীর সম্মুখে পায়চারী করিয়া খাড়া পাহারা দিতেছে। রাম ইয়াদ পাঁড়ে জমাদার

---

* মন্থন।

ঢাল তরবার বাঁধা, দাড়ী দুই ফাঁক করা—কপালে রক্ত চন্দনের ফোটা, আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদারসহ বারান্দার সম্মুখে মনিবের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। নীলমণি মাহুত লাল বনাতের কুর্ত্তি পরিয়া, মাথায় লাল পাগড়ী বান্ধিয়া, অঙ্কুশ হস্তে প্যারী জান হস্তীর ঘাড়ের উপর বসিয়া সিঁড়ির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। প্যারীজান শুঁড় দোলাইয়া, কর্ণ নাড়িয়া, পুচ্ছ হেলাইয়া বিরক্তিকর কীট পতঙ্গ সকল শরীর হইতে তাড়াইতেছে। জয়চাঁদ সইস, শ্বেতবর্ণ অয়লারের বাগডোর ধরিয়া খাড়া রহিয়াছে। সময় সময় চামর দ্বারা ঘোটকবরের গাত্র হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। তত্রাচ খরগতি "অয়লার" পুচ্ছ গুচ্ছ অনবরত নাড়িয়া হ্রেষারবে সকলের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতেছে। বেহারাগণ পাল্কী মাটিতে রাখিয়া "বেলা হইল" "আজ রৌদ্রে মারা পড়িব" "সাহেবের বুদ্ধি নাই" ব'লে কার যেন পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সময় যাইতেছে। সকলেই দেখিল, কেফাতুল্যা পায়চারী রাখিয়া সেলাম বাজাইবার জন্য নম্র ভাবে দাঁড়াইল। দরওয়ানজীর ভাবে সকলেই বুঝিল যে, সাহেব নীচে নামিতেছেন, সকলেরই পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন। নূতন ভাব; নম্র ও সতর্ক। বেহারাগণের মুখ বন্ধ, বেশীর-ভাগ পাল্কী ঘাড়ে, কাম বাজাইতে খাড়া—প্রস্তুত। টি, আই, কেনী "পাইপ টানিতে টানিতে বেত হস্তে নীচে নামিলেন। সসব্যস্তে সকলেই ঘাড় নোয়াইয়া দস্তুর মত সেলাম বাজাইল! সামান্য চাকরের সেলামের প্রত্যুত্তর, প্রায়ই নাই; ইংরেজ, আরও কড়া মেজাজ, সে দিকে লক্ষ্য না থাকিবারই কথা। জয়চাঁদ সইসের দিকে বেত উঠাইয়া বলিলেন 'গোরা লাও'। জয়চাঁদ ঘোড়া লইয়া নিকটে আসিল। কেনী, আরোহণ করিলেন। আবার 'বন্দুক' শব্দ উচ্চারণ করিতেই, পীরবক্স শিকারী তাড়াতাড়ি বন্দুক, তোজদান লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমীন, তাগাদগীর, কোড়াবরদার, চাকুরী বাজাইতে ঊৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। নীলমণি মাহুত "চাই-ধাৎ" করিয়া প্যারিজানকে পীলখানায় লইয়া গেল। বেহারাগণ আজিকার মত রক্ষা পাইল। কিন্তু সর্দ্দার বেহারা মধু, বলিতে লাগিল, "দেখ ত ভাই! বেটার বুদ্ধি? কথাটা আগে বল্লেই হইত। আজ ঘোড়ায় চড়িয়া ডিহি দেখিতে যাইব; হাতী পাল্কীর দরকার নাই।" মনিবের বুদ্ধি বিবেচনায় সাত প্রকার

ত্রুটি দেখাইয়া আপীস ঘরের বারান্দায় পাল্কী রাখিয়া মধু সদলে বাসায় চলিয়া গেল।

টি, আই, কেনীর মনের-কথা আগে কেহ জানিতে পারিত না। কোন্ দিকে নীল দেখিতে যাইবেন, সে কথা কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। কুঠির চতুর্দ্দিকেই নীল জমী। যে দিকে তাঁহার ইচ্ছা হইত, সেই দিকেই তিনি যাইতেন। আমীন, খালাসীরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। এক দিন যে দিকে যাইতেন, পরদিন আর সে দিকে যাইতেন না।—একথা সকলেই জানিত। আজ তিন দিন ক্রমাগত উত্তর দিকেই যাইতেছেন। কুঠীর উত্তর দিকে "দমদমা" গ্রাম। টি, আই, কেনী দমদমা গ্রামের মধ্যে যাইয়া পথ ভুলিয়া অন্য পথে যান। তাঁহার বহু কালের চেনা পথ কেন যে ভুল হয়, তিনিই জানেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটী গৃহস্তের কুঁড়ে ঘরের দিকে লক্ষ্য করেন। গ্রাম্য পথ। গ্রাম্য লোক, সাহেব দেখিলেই ভয় পায়। সাহেব বাহির হইয়াছে শুনিলে, যে যেখানে থাকে সে সেই খানেই, গাছের আড়ালে কি পথের ধারে লুকায়,—ঝাড় জঙ্গলে মাথা দেয়, একেবারে সরিয়া যাইতে না পারিলে কাঁপিতে কাঁপিতে সেলাম বাজাইয়া জোর পায়ে সরিয়া পড়ে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সাহেবের নাম শুনিলেই ঘরের দোর আঁটিয়া কেহ মাচার নীচে, কেহ ঘরের আড়ালে থাকিয়া বিলাতী রূপ দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়।

কেনী এক দিনে এক পথে কখনই যাওয়া আসা করিতেন না। আজ তিন দিন হোতে তাঁহার সে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। প্রতি দিনই দম্‌দমা গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়া আশা করেন। একজন দুঃখী প্রজার বাড়ীর নিকট বিনাপরাধে ঘোড়ার উপর চাবুক সৈ করেন।—কিন্তু অশ্বের বাগ ডোরে গতি রোধ সঙ্কেত। অয়লারের মহা বিপদ। পিছাড়া, সিকপা যত রকমের বজ্জাতি সে জানিত, তাহা বাধ্য হইয়া করিতে বাধ্য হইত। খুরের খট্ খট, চাবুকের পটাপট্, বিলাতী কণ্ঠের হুটপাট শব্দ শুনিয়া অনেকেই সাহেবের ঘোড়ার কাণ্ড কারখানা ছুপনি পাতিয়া দেখিত। কেনীর সাদা চক্ষুও চারিদিকে অনবরত ঘুরিয়া কি যেন দেখিত।—চক্ষু যাহাকে দেখিতে চাহে, তাহাকে দেখিতে পায় না। প্রথম দিন যেখানে ঘোড়া দাঁড়াইয়াছিল, আজিও সেই স্থানে দাঁড়াইল। সিকপা, পিছড়া ঝাড়া, কিছুই বাকী রহিল না। পীরবক্স

প্রভৃতি যাহারা কিছু পিছনে পড়িয়াছিল তাহারা আসিয়া জুটিল। ঘোড়া আর সোজা ভাবে চলে না। অনেক গৃহস্তের পরিবার ঘরের বেড়া ছিদ্র করিয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। কেনী বাহাদুরও আড় নয়নে চক্ষের কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে মুখ দেখিবার জন্ত বিনাপরাধে দেড় হাজার টাকা দামের ঘোড়াটা নষ্ট করিতে উদ্যত, আজ সে মুখ তাঁহার পাপ চক্ষে পড়িল না। সাহেব অশ্ব হইতে নামিয়া স্নেহ বশে অশ্বগাত্রে হাত বুলাইয়া, অনেক দেলাসা দিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার চক্ষুর কার্য্য চক্ষু ভুলে নাই। সেই চক্ষু, সেই দর্শন, সেই আশা। ঘোড়া সহিসের হস্তে অর্পিত হইল। পীরবক্সের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দুক ভরা আছে ?"

পীরবক্স জোড়হাতে বলিল "হুজুর আমি ভরিয়া আনিয়াছি।"

কেনী বন্দুক লইয়া একটী গ্রাম্য ময়না পাখীর প্রতি লক্ষ্য করিলেন।

সকলেই বলিল "হুজুর ও পোষা পাখী! হুজুরের চাকর জকি গাড়ওয়ানের ময়না পাখী, পোষ মানিয়াছে, বুলিও ধরিয়াছে।"

কেনী বলিলেন জকি গাড়োয়ান কে ?

একে বলিতে দশজনে বলিয়া উঠিল "হুজুরেরই চাকর—গরুরগাড়ীর কাজ করে। হুজুরের বহুদিনের চাকর, এ বাড়ী ঘর দোর সকলি হুজুরের, হুজুরই সকলের মালিক।"

সাহেব অন্যদিকে ফিরিয়া একটী ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। ময়না জকির ঘরের মধ্যে পলাইল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেনী পীরবক্সের হস্তে বন্দুক দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্ব শান্তভাবে চলিতে লাগিল। নীল জমী দেখা আজিকার মত এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। কিন্তু অকারণে দুই তিন জন কুলীকে চাবুক সই করিয়া কুঠীর দিকে ফিরিলেন। আপীস ঘরের সম্মুখে আসিয়া হরনাথ মিশ্রী (নায়েব), শম্ভুচরণ সান্যাল (দেওয়ান) প্রভৃতিকে কটু কথায় কয়েকটী কথা কহিয়া, গরম ভাবে বলিলেন যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কি করিয়াছ ? সাঁওতার মীর সাহেবের নিকট পত্র লিখা হইয়াছে ?

হরনাথ বলিলেন—

"ধর্ম্মাবতার কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। পত্র লিখা হইয়াছে, কেবল হুজুরের সহি বাকি।"

কেনী অশ্ব হইতে নামিতেই তিন চারি জন আমলা ব্যস্ত সহকারে ঘোড়া ধরিলেন।

"কৈ! সে পত্র কৈ?"

সান্যাল মহাশয় পত্র হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আপীস ঘরের সম্মুখেই পত্র সহি হইল; তখনি সাঁওতায় লোক রওনা হইল।

কেনী বলিলেন—

"জকি গাড়োয়ানের বাড়ীতে একটী পোষা পাখী আছে, আমি সেই পাখীটী চাই।"

এই কথা বলিয়াই বাস ঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া, পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন, "জকি যে দাম চাহে, সেই দামই দিব। সকের জিনিস জবরাণে লইব না। তোমরাও জবরদস্তি করিয়া আনিওনা!"

এই কয়েকটী কথা যেন হৃদয় হইতে কহিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

মীর সাহেব কে ?

শাল ঘর মধুয়ার কুঠীর উত্তরে সাঁওতা গ্রাম। স্রোতস্বতী গৌরী নদীর পশ্চিম কূলে।—কুঠী হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। সাঁওতার বিখ্যাত জমিদার মীর সাহেব। টি, আই, কেনীর চিন্তা উচ্চ, আশাও উচ্চ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুঠীয়ালগণ সাঁওতার জমিদারের সহিত ক্রমাগত বিবাদ, বিসম্বাদ করিয়া চিরকাল পরাস্ত হইয়াছেন। কেনী সেই সকল ইতিবৃত্ত শুনিয়া পূর্ব্ব হইতেই মীর সাহেবের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ছিলেন। পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিবেন না—কোন প্রকারে কেহ কাহারও মন্দ চেষ্টায় যাইবেন না,—আপদ বিপদে সকলেই সকলের সাহায্য করিবেন—যোগ দিবেন। কোন দিন কোন কার্য্যে কেহ কাহাকে শত্রু ভাবে দেখিবেন না। সর্ব্বদা পিরীত প্রণয়ে, আপন বিষয় বিভবের কার্য্য চালাইবেন—উভয়েরই এই স্থির—প্রতিজ্ঞা।

এক কেনীর সহিত বন্ধুতা স্থায়ী হওয়ায় ও অঞ্চলের সমুদায় নীলকরের সহিত, মীর সাহেবের বনিবনাও হইয়াছিল। টি, আই, কেনী আজ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মীর সাহেবের সহিত পরামর্শ আটিয়া অগ্রসর হইবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাহাতেই পত্র লেখা।

মীর সাহেব কে? এখানেই পরিচয় দিয়া রাখি। কারণ অনেক সময় ইহাঁর সহিত পাঠকগণের দেখা হইবে।

মীর সাহেব মোসল্মান সমাজের সমুজ্জল রত্ন। তাঁহার বংশ মর্য্যাদা ভারত বিখ্যাত। যদিও তিনি ভারত রাজ্যের প্রান্তসীমা বঙ্গে বাস করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ, পবিত্র ধাম বোগদাদ শরিফের মহা মাননীয় এবং গণনীয়, সৈয়দ বংশ সম্ভূত,—প্রভু সৈয়দ সাহুল্যার বংশ-ধর। সেই তাপসশ্রেষ্ঠ প্রভু সৈয়দ সাহুল্যা বোগদাদ শরিফ হইতে ভারতে, ক্রমে বঙ্গ রাজ্যে, পরিশেষে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত স্রোতস্বতী চন্দনা নদীর তীরে সেকাড়া গ্রামে অবস্থিতি করেন। সহচর, অনুচর, পারিসদ, মধ্য শ্রেণীর নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী, এমন কি রজক, নরসুন্দর পর্য্যন্ত, তাঁহার সমভিব্যাহারে বোগদাদ হইতে ভারতে আসিয়াছিল। তাঁহার আগমনের কারণ ও অবস্থিতি বিষয়ে পর পর ঘটনাবলীর ইতিবৃত্তসহ মীর সাহেবের সাঁওতা বাস পর্য্যন্ত বিবরণ "আমার জীবনী" নামক গ্রন্থে লিখিত হইবে। এক্ষণে মীর সাহেবের উপস্থিত কার্য্য বিবরণই লেখকের লেখনীর আবশ্যকীয় উপকরণ।

মীর সাহেব গৌরবর্ণ, স্থূলকায়, চক্ষু বিস্ফারিত, ললাট বিশাল, মিষ্টভাসী, সরল প্রকৃতি, এবং ঘোর আমোদী। পরিবার মধ্যে, মাতৃহীন এক পুত্র, পিতৃহীনা এক ভ্রাতষ্পুত্রী, দুই ভগ্নী এবং দাসদাসী ইত্যাদি। পুত্রের নাম আসগর-আলী বয়স আট বৎসর। মীর সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (শুকরন্ নেসার পিতা) জীবিত কালে তিনিই সংসারের কর্ত্তা ছিলেন, এক্ষণে মীর সাহেবকে সেই সংসারের ভাল মন্দ যাবতীয় ভার বহন করিতে হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর শুকরন্নেসার বিবাহ দেওয়াই মীর সাহেবের কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে, অগ্রে প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি যে বিবাহ সাব্যস্ত করিয়া ছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব,

সকলেই নারাজ। বিবাহের পূর্ব্বে মীর সাহেবের অতি নিকট সম্বন্ধীয় ভ্রাতা মীর আলী আসরফ খান বাহাদুর বলিয়া ছিলেন যে, "ভাই * গট্টীর হজ্‌রত্ (প্রভু) দিগের সহিত কোন নূতন সম্বন্ধ করিও না। তাহাদের হৃদয় নাই, সমাজের ভয় নাই, লোক নিন্দার দিকে দৃষ্টি নাই, তাহারা মহা পাপকেও অতি তুচ্ছ মনে করে। আমি বার বার নিষেধ করিতেছি, সা গোলামের সহিত শুকরনের বিবাহ দিওনা—কখনই দিওনা—পরিণামে মনস্তাপ পাইবে; সর্ব্বস্ব হারাইবে—পথে পথে কান্দিয়া বেড়াইবে। সাবধান! কখনই তাহাদের কথায় ভুলিও না। তুমি জাননা যে, তাহারা আপন সহোদরে সহোদরে কি না করিতেছে! সমাজ হাসাইতেছে! ফরিদপুর অঞ্চল ডুবাইতেছে। এসকল কথা স্মরণ রাখিও। কখনই সেই মূর্খ, নিরক্ষর সা গোলামের সহিত পিতৃহীনা কন্যার বিবাহ দিওনা।"

বিধির নির্ব্বন্ধ, খণ্ডাইতে কাহার সাধ্য! শত সহস্র বাধা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুকরন্‌নেসার বিবাহ সা-গোলামের সহিত হইয়াছিল। বিবাহের পর জামায়ের হস্তে জমিদারী কার্য্য ভার দিয়া মীর সাহেব আমোদের অঙ্গ কিছু বেশী করিয়া ছিলেন। সময় সময় জামাতাকে বলিতেন, দেখ বাপু! আমার কেহই নাই, কেবল মাত্র একটী পুত্র, তাহারও জীবনে সংশয়, সর্ব্বদাই পীড়িত। তোমরাই আমার বল, তোমরাই আমার সকল। আপন কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া শুনিয়া করিবে। সংসারের ঝঞ্জাট আর আমার ভাল বোধ হয় না, স্ত্রী, পুত্র বিয়োগে আমার মন সর্ব্বদাই অস্থির থাকে। অনেক কার্য্যেও ভ্রম জন্মে। এক্ষণ বিষয়াদি রক্ষা করা না করা, সকলই তোমার ইচ্ছা। দুসন্ধ্যা দুমুট খেতে পেলেই আমি সুখী হইব।

সা-গোলাম দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখ চোখা, মাথায় কোঁকড়া চুল, চক্ষু দুটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, ভ্রূ কুঞ্চিত। শীঘ্র শীঘ্র কথা, অস্পষ্ট কথা, বিশেষ মনযোগ করিয়া না শুনিলে সেকথা অনেকেই বুঝিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তিনি অনেক শিষ্টাচারী করিয়া শ্বশুরের নিকট কথাবার্ত্তা কহিতেন।—মায়া দেখাইতেন। জামতা শ্বশুরে বিশেষ ঐক্যের সহিত সংসারের কাজকর্ম্ম চালাইতে লাগিলেন। দিন দিন জমিদারীর উন্নতি, অবস্থার উন্নতি, সংসারের উন্নতি, বাড়ী ঘরের

* "গট্টী" গ্রামের নাম, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

উন্নতি, চারিদিকে উন্নতি। উন্নতির স্রোত-লহরী, প্রবাহ, তরঙ্গ, ক্রমে বহিতে লাগিল,—ক্রমে ছুটিতে লাগিল।

মীর সাহেব অধিক বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। নিদ্রা হইতে উঠিয়া বসিয়া আছেন, শালঘর মধুয়ার কুঠীর রামদয়াল সিং সেলাম বাজাইয়া এক খানি পত্র দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। মীর সাহেব বাঙ্গালা ভাষা সচ্ছন্দে পড়িতে পারিতেন, লিখিতে জানিতেন না। মনে মনে পত্র পড়িয়া রামদয়ালকে বলিলেন ;—

"সাহেবকে আমার সেলাম বল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পত্রের উত্তর যাইবে।" রামদয়াল পুনরায় সেলাম বাজাইয়া নাগরা জুতা জোড়া যাহা দালানের সিঁড়ির নীচে রাখিয়া আসিয়া ছিল, পায় দিয়া, লাঠী ঘাড়ে করিয়া চলিয়া গেল।

মীর সাহেব বলিতে লাগিলেন। সুন্দরপুরের সহিত কাজিয়া করা বড় সহজ কথা নহে। সাহেব আজ পর্য্যন্ত প্যারী সুন্দরীকে চিনিতে পারেন নাই। তা—যাহ'ক্ দেবীপ্রসাদ কাছারীতে আসিয়াছেন কি না ? মাঙ্গন খানসামা দৌড়িয়া কাছারী ঘর হইতে প্রধান কার্য্যকারক দেবীপ্রসাদকে ডাকিয়া আনিল।

কেনীর পত্র চোবে ঠাকুরের হস্তে দিয়া মীর সাহেব বলিলেন, ইহার যাহা বিহিত হয় কর। আর সেই সঙ্গে ইহার উত্তর লিখিয়া দেও।

দেবীপ্রসাদ পত্র পাঠ করিয়া, একটু চিন্তার পর বলিলেন, "সাহেব যখন চাহিয়াছেন, দেওয়াই উচিত, কিন্তু এত লাঠিয়াল এক দিনে ত জুটিবে না।"

মীর সাহেব বলিলেন, না জুটিলে উপায় কি! যত পার। যখন সাহায্য চাহিয়াছেন, তখন দিতেই হইবে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন—"নিজের হাত পা যাহারা, তাহাদের ত আর একাজে দিতে পারি না ? সুন্দরপুরের ঘর কম নহে। পরিণামে যে কি হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। সাহেব এত দিন দুর্ব্বলকেই নির্যাতন করিয়াছেন, সবলের গায় ত হাত দেন নাই ?—এই প্রথম।"

"যাক্ সে কথায় আমাদের কাজ নাই। এতদিন পরে মহীষ আর বাঘি- ণীতে বাধিল। ভাল হইল। হয় কেনীর সর্ব্বস্বান্ত, নয় প্যারীসুন্দরীর সর্ব্ব-

নাশ! এই বলিয়া মীর সাহেব উঠিয়া গেলেন। দেবীপ্রসাদও পত্র হস্তে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কাছারী ঘরে আসিয়া বার দিলেন। চিঠি-পত্র, লোক, যেখানে যেখানে পাঠান আবশ্যক, পাঠাইয়া স্নান আহার করিতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ।

প্যারী-সুন্দরী।

সুন্দরপুরের জমিদার প্যারীসুন্দরী। প্রধান কার্য্যকারক রামলোচন।—সে সময়ের চল্‌তি বাঙ্গলা ভাষায় রামলোচন খুব পাকা। জমিদারী ফন্দি ফেরেবেও দেশ-বিখ্যাত। সকলেই জানে যে রামলোচন একজন বিখ্যাত মাম্‌লাবাজ।

কেনীর অত্যাচারে, ছোট ছোট তালুক্‌দার, জোতদার, নানা শ্রেণীর ব্যবসাদার, মহাজন প্রভৃতি নাজেহাল হইয়া পৈতৃক গ্রাম, বাড়ীঘর ছাড়িয়া, নানা স্থানে, নানা লোকের আশ্রয় লইতেছে, জাতি, ধন, মান, প্রাণ কৌশলে বাঁচাইতেছে। কেনী এ পর্য্যন্ত সুন্দরপুরের কোন প্রজার গায়ে হাত দেন নাই, কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, ইহাতেই রামলোচন নির্ভাবনায় জমিদারী চালাইতেছেন। প্যারীসুন্দরীও ঈশ্বরে ধন্যবাদ দিয়া নির্ভাবনায় আছেন।

একদিন প্রায় একশত প্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরপুর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের একমাত্র বল ভরসা, আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী যাহাকে জানিত তাঁহার নিকট বলিতে লাগিল। "মা রক্ষা কর। এত দিন বাঁচাইয়াছ, এখন বাঁচাও। দুরন্ত বাঘের মুখ হইতে তোমার গরীব প্রজার প্রাণ বাঁচাও। আগামী কল্য আমাদের বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবে,—বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। মা! আমাদিগ্‌কে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হস্ত হইতে তোমার গরীব প্রজাদিগকে রক্ষা কর। এতদিন ছিলাম ভাল, এখন মারা পড়িলাম। আর বাঁচিবার পথ নাই। সম্বৎসর আশা করিয়া চাষ করিয়াছি, পেটে না খাইয়া ঘরের ধান মাঠে ফেলিয়াছি, স্ত্রী, পুত্র লইয়া খাইয়া প্রাণ বাঁচাইব, আপনার রাজস্ব আদায় করিব আশাতেই

সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া ঐ ধানখেতের দিকে চাহিয়া একটু স্থির রহিয়াছি। মা! আমাদের সেই সোনা ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব যদি নীল বুনানী করে, তবে আমরা একেবারে মারা পড়িব,—ছেলে মেয়ে সমেত মারা পড়িব। মা! তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমাদের মুখের প্রতি একবার নজর করে এমন লোক, জগতে আর কেহই নাই। মা! তুমিই আমাদের রক্ষা কর্ত্তা! মা! তোমার এই অধম সন্তানদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কর। দুরন্ত জালেমের হাত হইতে বাঁচাও।"

প্রজাদিগের কাতর উক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই ব্যথিত হইলেন। প্যারী-সুন্দরী রামলোচনকে ডাকিয়া বলিলেন ;—"আমার প্রজার প্রতি অত্যাচার? যাহা শুনিতে বাকি ছিল, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ভাগ্যক্রমে তাহাই শুনিতে হইল? আমি থাকিতে আমার প্রজার প্রতি নীলকর ইংরেজ দৌরাত্ম্য করিবে? আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার প্রজার বুনানী ধান ভাঙ্গিয়া, কেনী নীল বুনীবে, ইহা আমার প্রাণে কখনই সহ্য হইবে না। প্রজাদিগের দুর-বস্থা আমি এই নারী-চক্ষে কখনই দেখিতে পারিব না। যে উপায়ে হউক, প্রজা রক্ষা করিতেই হইবে। লোক, জন, টাকা, সর্দ্দার লাঠিয়াল যাহাতে হয়, তাহার দ্বারা প্রজার ধন, মান, প্রাণ, জালেমের হস্ত হইতে বাঁচাইতে হইবে। ধান ভাঙ্গিয়া যাহাতে নীল বুনানী করিতে না পারে, তাহার বিশেষ উপায় করিতে হইবে। আপন প্রজাকেই যদি দুরন্ত নর-ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—ম্লেচ্ছ পাপাত্মার কঠিন হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলাম—তবে এ বিষয় বিভব, টাকা এবং জমিদারীতে প্রয়োজন কি? এখনি এ সকল প্রজার সাহায্যার্থ লোক পাঠাও। যদি যথার্থই সাহেবের পক্ষীয় লোকেরা এই সকল প্রজার ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিতে আইসে, দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা নাই—যে প্রকারে হয়, তাহাদিগকে তাড়াইয়া—শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া, প্রজা রক্ষা করিবে। ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী করিলে কি আর প্রজা বাঁচিবে? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা! কোথায় বেলাত, আর কোথায় এদেশ! একটী মাত্র ইংরেজ (কেনী) আসিয়া এদেশ উচ্ছিন্ন করিল! একেবারে ছার খার করিয়া ফেলিল! কৃষি প্রজার জমা জমী কাড়িয়া লইয়া নীল বুনানী করিল। কত তালুকদারের

তালুক, কত জোতদারের জোত জব্‌রাণে লিখিয়া লইল। কাহারও যথা সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া একেবারে পথের কাঙ্গাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। হায় হায় !! কি দুঃখ ! যাহারা চিরকাল দুধে ভাতে, সুখ সচ্ছন্দে, আপন আপন পরিবার লইয়া সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছে, কত অতিথ সেবায়, দেবতা পূজায়, দীন দুঃখীর সাহায্য করিয়া কত লোকের উপকার করিয়াছে, কত অনাহারীর আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, এক্ষণে তাহারাই একটী পয়সার জন্যে লালায়িত ! তাহাদেরই পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই, থাকিবার স্থান নাই ! হায় ! হায় ! তাহাদের মা, ভগ্নী, স্ত্রী, মাসী, পিসীর উদরের দিকে চাহিলে কাহার না চক্ষু জলে ডুবিয়া যায় ? সে জীর্ণ শীর্ণ শরীরে শত গ্রন্থী-যুক্ত পরিধেয় প্রতি দৃষ্টি পড়িলে কাহার না অন্তরে ব্যাথা লাগে ? সে দুঃখ কি আর মানুষে চক্ষে দেখিতে পারে ? ঐ কেনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া কত ভদ্র সন্তান, কত নিরীহ লোক, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গিয়া—জাতি, কুল, মান রক্ষা করিতেছে। যাহারা পৈতৃক ভিটার মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহারা যথা সর্ব্বস্ব দিয়াও রক্ষা পায় নাই। নীল কাটা, হউজ মাই, নৌকার গুণ টানান, এই সকল কার্য্যে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যাইতেছে। ইহার পর আবার সময় সময় হাত পা বান্ধিয়া গাছে লটকাইয়া চাবুকে পীঠের খাল তুলিতেছে ! উহু ! কি ভয়ানক নর-ব্যাঘ্র ! কি করিব, আমি দেশের রাজা নহি, সকলে আমার অধীনস্থ প্রজা নহে, এদেশের সকল জমিদারী প্যারীসুন্দরীর নহে। কি করিব, এদেশে আর কাহারও কিছু রাখিবে না। ও বেলাতী কুকুর, এদেশের সকলকেই দংশন করিবে ! সে বিষে সকলকেই জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। প্রথমেই ঐ ম্লেচ্ছের বিষ দাঁত ভাঙ্গিয়া না দিলে, শেষে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ভস্মীভূত করিবে। আমাকে যে কিরূপ বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। শেষে কি সুন্দরপুরের ঘরের নাম ডুবিবে। হায় ! হায় ! শেষে কি কেনীর হস্তে সুন্দরপুরের ঘর মাটি হইবে ?

রামলোচন বলিলেন—"কেনীর সাধ্য কি যে আমাদের প্রজার উপর অত্যাচার করে। যে উপায়ে হয় আমি তাঁহাকে দুরন্ত করিব। কতকগুলি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারের বিষয় সম্পত্তি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া তাঁহার মেজাজে গরমী চড়িয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে যে উপায়ে হয়, তাঁহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দিব যে, আর কখনও সুন্দরপুরের নাম স্বপ্নেও মুখে না আনেন—মনে না করেন। আর বাঙ্গালী হইলেই যে, শেয়াল কুকুর হয় তাহাও না ভাবেন। এই বলিয়া রামলোচন বিদায় হইয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত রামলোচন, লাঠিয়াল জোগাড় করিয়া প্রজাগণের সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন। এবং একজন সাহসী কর্ম্মচারীকে তাহাদের অধিনায়ক করিয়া প্রজাগণকে সঙ্গে দিয়া তখনই সুন্দরপুর হইতে ঘটনা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে ভাবলের* কাছারী পঁহুছিবে, এবং তথা হইতে যত লোক পাও সঙ্গে লইয়া সেই ধানের জমিতে যাইয়া থাকিবে। প্রাণ থাকিতে সাহেবের লাঠিয়ালকে আমার এলাকায় পা দিতে দিবে না। যেখানে যাহাকে পাও মারিবে। ধরিয়া আনিতে পারিলে ত কথাই নাই।

একে একে সকলেই রামলোচনের আশীর্ব্বাদ লইয়া সুন্দরপুর হইতে বিদায় হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ।

বাঙ্গালী যুদ্ধ।

বাঙ্গালী যুদ্ধে ডাক ভাঙ্গা † এক প্রকার উৎসাহ সূচক বাজনা—এবং দূতের কার্য্য করে। ডাকের উত্তর প্রত্যুত্তরেই ক্ষমতা, বল, লোকসংখ্যা সকলই বোঝা যায়। অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, কেবল ডাক ভাঙ্গার উত্তর প্রত্যুত্তরেই নিস্তেজ পক্ষ হটিয়া যায়। আর অগ্রসর হয় না। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই, প্যারীসুন্দরীর সর্দ্দারগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে, মার্ মার্ শব্দে আসিয়া পড়িল। আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে একেবারে ভগ্ন-

---

* "ভাবল" গ্রামের নাম।

† "ডাক ভাঙ্গা" সকলে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে ভীষণ রব করা।

হৃদয়ে হতাশ হইয়া—নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কারণ সাহেবের লাঠীয়ালগণ বিরোধীয় ভূমিতে পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। কেবল প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিল মাত্র। উভয় পক্ষের মশালের আলো দেখিয়া, উভয় পক্ষ ডাক ভাঙ্গিয়া, উত্তর প্রত্যুত্তরেই বুঝ সমুজ হইয়া গেল। উভয় পক্ষই জানিল যে কোন পক্ষই কম নহে। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা স্থির করিল যে, রাত্রে লাঠ লাঠী, মারা মারী করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কে কোথা হইতে কাহাকে মারিবে, কে মরিবে, কে বাঁচিবে, কে রক্ষা করিবে, কে দেখিবে, একটু অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্বদিক ফর্সার সহিত আমরাও ওদিকে ফরসা করিয়া দিব।

মায়াময়ী নিশা পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। দুই দলে স্পষ্ট দেখা শুনা হইল। ছেড় ছাড় মিষ্টি মিষ্টি গালী গালাজ চলিল। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা সজোরে ডাক ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারা মনে করিয়াছিল যে, যে জমির ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানী করিবেন, সে জমি পীছে ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট সীমায় দাঁড়াইয়া বুনানী ধান রক্ষা করিবে। সাহেবের লাঠীয়ালদিগকে আর সে জমির দিকে আসিতেই দিবে না। সে আশা বিফল হইল। কারণ সাহেবের লাঠীয়ালেরা পূর্ব্বেই ধান-খেত, পাছে করিয়া আপন আপন আয়ত্ব ও সুবিধা মত আনি (ব্যূহ) বান্ধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দেখিতে দেখিতে প্রভাত বায়ু বহিয়া পূর্ব্ব দিক্ পরিষ্কার করিয়া দিল। মশালের আলো মলিন হইয়া,—মুখে ছাই মাখিয়া—নিবিয়া গেল। পুনরায় উভয় দলের কথা চলিল। ক্রমে গালা গালী, শেষে লাঠা-লাঠীর উপক্রম। ওদিকে কেনীর পক্ষ হইতে শতাধিক লোক লাঙ্গল গরু জুড়িয়া ধান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। প্যারীসুন্দরীর কার্য্যকারক, যিনি হুকুম দেহেন্দা হইয়া আসিয়াছিলেন, ঘোড়া টপকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দৈবাৎ সাহেবের সর্দ্দারদিগের পিছনে বহুতর গরু ও লাঙ্গল দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। "ভাই সকল! আর দাঁড়াইয়া কি কর? ওদিকে দফা রফা। ঐ দেখ ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনীতেছে। আমরা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না! সর্ব্বনাশ হইল!! সুন্দরপুর গিয়া কি জবাব দিব।"

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা বিকট চীৎকার করিয়া কেনীর লাঠীয়ালের

প্রতি আক্রমণ করিল। বিপক্ষ দলও বিশেষ শিক্ষিত—কিছুতেই হেলিল না। আনি ভাঙ্গিল না—এক পাও নড়িল না। লাঠী, উড়—সড়কী অবিরত, চলিতে লাগিল। কেনীর লাঠীয়ালেরা কেবল আত্ম-রক্ষা করিতেছে, এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত—(ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী) আক্রমণের নামও মুখে আনিবে না, ইহাই তাহাদের স্থির সংকল্প।

এদিকে সূর্য্যদেবের আগমন সহিত, টি, আই, কেনী, বৃহদাকার শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্বরিত বেগে আপন লাঠীয়ালদিগের পৃষ্ঠ পোষক হইলেন। দেখিতে দেখিতে ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানী শেষ হইয়া গেল।

সাহেব গভীর স্বরে বলিলেন "আর দেখ কি? লাগাও।"

স্বয়ং মনিবের হুকুম। পাঁচ শত লাঠীয়াল একত্রে সেই বিকট চীৎকারের মাঝে মাঝে খ—খ শব্দ করিয়া মনিবের সাহস ও উৎসাহ বাক্যে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেনী, লাঠীয়ালদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা সাহেবকে স্পষ্টভাবে দেখিতেছে। অশ্ব উচ্চ, কেনীর শরীর উচ্চ, সকলের মাথার উপর মাথা—সে মাথার উপরে আরো উচ্চ-টুপী। সকলেই দেখিতেছে যে, আজ কেনী স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে রহিয়াছেন। প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ মধ্যে সড়কিওয়ালা সর্দ্দার অনেক ছিল। একজন সড়কি ওয়ালা সর্দ্দার, টি, আই, কেনীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া উড়-সড়কি এমন কৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, সাহেবের টুপী সড়কির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথায় আঘাত লাগিল না। সাহেব অতন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দুই তিন জন প্রধান প্রধান লাঠীয়ালের পৃষ্ঠে চাবুক সই করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"ড্যাম শুয়ার, কেবল ডাক ভাঙ্গিতে জান? পায়তারা করিতে জান; লাঠি ভাঁজিতে জান, মারিতে জান না? লাগাও, তাড়াও মার শুয়ার লোক্‌কো"—

লাঠীয়ালেরা হুকুমের জোরে চাবুকের জ্বালায়, বিপক্ষ দল প্রতি, সজোরে লাঠী সড়কি মারিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমশই অগ্রসর—প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা আঘাতিত হইতেছে, কিন্তু পৃষ্ঠ দেখাইতেছে না, দৌড়িয়া পলাইতেছে না। ক্রমে পিছে হটীয়া আত্মরক্ষা করিতে করিতে যাইতেছে। দুই

তিনটী লোক পীছে হটিয়া যাইতে যাইতে দৈবাৎ উচ্চনিচু স্থানে যেই পড়িয়াছে, অমনি সাহেবের লাঠীয়াল, সড়কী দ্বারা আঘাত করিয়া বিদ্ধিয়া ফেলিল, আর উঠিতে দিল না। মাঁনুষের রক্তের ধার ছুটিল! কেহ উঠিয়া বসিতেই পড়িয়া গেল। কেহ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। রক্তমাখা সড়কীর দিকে দৃষ্টি করিয়া, প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালগণ ঢাল, সড়কী, লাঠী ফেলিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইতে আরম্ভ করিল। যে, যেদিক সুবিধা বুঝিল, সে সেই দিকেই যথা সাধ্য দৌড়িল। হুকুম দেহেন্দা মহাশয় কোন্ সময় চম্পট দিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

টি, আই, কেনীর উৎসাহে তাঁহার লাঠীয়ালগণ অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিপক্ষগণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। শেষে তাহারা একেবারে দল ভাঙ্গা হইয়া ঝাড়ে জঙ্গলে এবং সম্মুখ গ্রামের মধ্যে গিয়া প্রাণ বাঁচাইল। টি, আই, কেনী সদর্পে বলিতে লাগিলেন—

"আর আগে বাড়িওনা। এক্ষণে প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের বাড়ী ঘর যাহা সম্মুখে পাও ভাঙ্গিয়া ফেল। জিনিস পত্র লুটিয়া লও।

আদেশমাত্র লুঠ আরম্ভ হইল। থালা ঘটী, বাটী এবং কৃষক স্ত্রীদের গায়ের রূপার অলঙ্কার সর্দ্দারগণ টানিয়া, ছিঁড়িয়া খসাইতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ডেরা স্ত্রীলোকদিগের পরণের কাপড় পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া কেহ মাজায়, কেহ মাথায় বান্ধিয়া বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল। গরুসকল তাড়াইয়া কুঠীর দিকে লইয়া চলিল। ঘরের অন্যান্য জিনিস পত্র যাহা সুবিধা পাইল লইল, অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া চুর্‌মার্ করিয়া শেষে ভাঙ্গাঘরে, ভালঘরে আগুন লাগাইয়া টি, আই, কেনী লাঠীয়ালগণ সহ কুঠীর দিকে ফিরিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজার সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বনাশ!—বিনাস–একেবারে রসাতল। মাথা ভাঙ্গিয়া কান্না।—স্ত্রীলোকেরা ঝাড়ে জঙ্গলে প্রাণের ভয়ে, জাতির ভয়ে লুকাইয়া বাড়ী-পোড়া আগুন—জল-পোরা চক্ষে দেখিয়া মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সাহেব সদলে কুঠীতে আসিয়াই লাঠীয়ালগণকে বক্‌সিস্ দিয়া খুসি করিলেন। লুটের মাল, কাঁসা, পীতল, বস্ত্রাদি লাঠীয়ালগণের বাড়ীতে গেল। সোণা রূপা সাহেবের আলমারীতে উঠিল। গরু সকলের গায়ে তখনি T. I. K. মার্কা বসাইয়া কুঠীর গরুর সামিল

হইল। সময়ে এ সংবাদ সকলেই শুনিলেন। হায়! হায়! ভিন্ন আর উপায় কি?

টি, আই, কেনী পত্র দ্বারা মীরসাহেবকে এ শুভ সংবাদ জানাইলেন। মীরসাহেব প্যারীসুন্দরীর প্রজাগণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহা দুঃখিত হইলেন। কি করিবেন দায়ে পড়িয়া কেনীর সহিত বন্ধুত্ব। নিজের সম্পত্তি, মান, সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। জানিত পক্ষে কেনীর অপকার করিবেন না, এইটাই তাঁহার স্থির সংকল্প। বোধ হয় কেনীর পত্রের উত্তর, সন্তোষ এবং হর্ষের কথা পূরিয়া দিয়া ছিলেন।

প্যারীসুন্দরীর প্রজাদিগের দুরবস্থার কথা শুনিতে কাহারও বাকি থাকিল না। অন্যান্য জমিদার, তালুকদার, মধ্য শ্রেণীর জোতদার, প্রজা, সকলেই ভয়ে ভীত, ব্যস্ত—অস্থির। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, এই ভাবনাতেই সকলে অস্থির।

কেনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী জোতদার, তালুকদারদিগকে পত্র দ্বারা কাহাকে লাঠিয়াল দ্বারা আনিয়া, তাহাদের পৈতৃক ভূসম্পত্তি আপন সুবিধা মত কবালা, পত্তনী এবং মিরাস স্বত্বে দলীল লিখাইয়া লইতে লাগিলেন। চির দখলী পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি লিখিয়া দিতে যিনি একটু ওজর আপত্তি করিলেন, তিনিই সিরাজদ্দৌলার অন্ধকূপ ভ্রম গুদামজাত হইলেন। কষ্টের একশেষ। বাধ্য হইয়া, সে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কেনীর মনোমত দলীল লিখিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। অমানুষিক কয়েদ হইতে খালাস পাইলেন।

সে সময় কুষ্টিয়া অঞ্চলে কেনীই রাজা, কেনীই প্রায় হর্ত্তাকর্ত্তার মালিক। যা করে—কেনী। শালঘর মধুয়ার কুঠীর দিন দিন উন্নতি। নীলের উন্নতি, রেসমের উন্নতি, চতুর্দ্দিকে কেনীর নাম। কেনীর নামে পুরুষের পীলে কাঁপে, গর্ভিনীর গর্ভপাত হয়! ছোট ছোট ছেলেরা কেনীর নামে ভয় পায়। কেনীর দৌরাত্ম্য-আগুণে দেশের লোক জলিয়া পুড়িয়া, খাক্ হইতে লাগিল। কুঠীর নাম শুনিলেই হৃদয় কাঁপে। কুঠীর সীমা মধ্যে পা ধরিতে অনেকেরই প্রাণ কাঁপিয়া—অঙ্গ শিহরিয়া উঠে—মুখ শুকাইয়া যায়। কুঠীর সম্মুখে কালীগঙ্গা। কালীগঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া লোকজনের গতিবিধি ভিন্ন, কুঠীর পার—পূর্ব্ব

পার দিয়া কেহই যাইতে সাহসী হয় না। নিকটবর্ত্তী জমিদার, তালুকদার, সকলেই কুঠীর চট্‌কা (বৃক্ষ বিশেষ) তলায় পড়িয়া আপন আপন পীর পয়গম্বর বা ইষ্টদেবতার নাম জপ করিয়া থাকেন। কার্ ভালে কি হয় কে জানে! বিনা তলবে আফিস ঘরে কাহারও যাইবার অনুমতি নাই। কার সাধ্য সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? বা বিপর্য্যয় ঘটায়? ঘরাও বিবাদ, প্রজায় প্রজায় মারামারী, স্বত্বাস্বত্বের বিচার, খত পত্র তমঃস্থক ইত্যাদি যাবতীয় নালীশ সে সময় কেনী গ্রহণ করিতেন।—পরে শুনিয়াছি যে, কেনীর অনারারী মাজিষ্টারের ক্ষমতা ছিল।

কুষ্টিয়ায় মহকুমা হয় নাই। জেলাও পদ্মার পার। জমিদার কেনী—বিচার কর্ত্তা কেনী—মহারাজাও কেনী। রাখেন তিনি, মারেন তিনি। যারা আগে থেকেই কেনীর পায়ে মুজা চড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারা—একটু আছেন ভাল। বিশ্বাস ছিল যে, বিচার না করিয়া আর গুদামে পূরিবে না।

এ গুদাম—বড় ভয়ানক বন্দীখানা। সরকারী গুদামে পেট পুরিয়া না হউক, কয়েদী দুবেলা, দুমুঠো ভাতের মুখ দেখিতে পায়। এ গুদামে তা—নয়, এ বন্দীখানার সে কথা নয়, ইহার ভিন্ন ভাব—অন্য কারবার—বড় ভয়ানক স্থান! সেখানে শুইবার বিছানা নাই, বালিস কাঁথা কম্বলের নাম নাই। ভাতের মুখ দেখিবার ভাগ্যই নাই। আহারের ব্যবস্থা ধান।—ধান বাছ, চাল্ বাহির কর, জলে মিশিয়ে গিলে ফেল।

পঞ্চম তরঙ্গ।

আবার।

রামলোচন একখানি পত্র প্যারীসুন্দরীর নিকট দিয়া—বলিলেন, পত্র প'ড়ে দেখুন।

প্যারীসুন্দরী পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নিরবে চিন্তা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, যেন কোন বিশেষ গুপ্ত কথা পত্রে লিখা।—ক্ষণকাল পরে বলিলেন, এবারেও, যদি গত বারের মত হয়, তবে আর—কাজ নাই;—অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।—

রামলোচন বলিলেন।—

—চেষ্টার ত্রুটি নাই। জয় পরাজয় ভগবানের হাত—দেখি! এবারেও দেখি!—

প্যারী সুন্দরী বলিলেন;—

—দেখিতে আমার আপত্তি নাই।—কিন্তু খুব সাবধান,—খুব সতর্কে, এবারে খুব সতর্ক ভাবে কার্য্য করিবে। ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজ বেটা (কেনী) কোন্ দেশ হইতে এদেশে আসিয়া, দেশের লোকের সাহায্যে আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে। প্রজার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! একটী শ্বেত রাক্ষসে আমার জমিদারী পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।—ম্লেচ্ছ বেটা দর্প করিয়া বলিয়াছে যে, "প্যারী সুন্দরীকে যে আমার নিকট ধরিয়া আনিবে হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে। আমি ভাল করিয়া বিলাতী সাবানে তাহার গায়ের মলা দূর করিয়া যাতে বাঙ্গালীর গন্ধ শরীর হইতে একেবারে সরে যায় তার উপায় করিব। গাউন পরাইয়া দিব্বি মেম সাজাইয়া কুঠীতে রাখিব।" কি ঘৃণা!! কর্ণ তুমি বধির হও বধির হও!—

রামলোচন বলিলেন।—

"হুজুর! যত শুনা যায় তত নয়। আবার পর মুখে পরের কথা কিছু বেশী পরিমাণেই কাণে আসে। ও সকল কথায় কাণ দিবেন না। শত্রুর মুখ—আর পাগলের জিহ্বা, এ দুই-ই সমান! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!—বাজে কথা বলার জন্য বাজে মুখ আছে। শুনিবার জন্যও বিস্তর কাণ রহিয়াছে! আমরা কাজের কথা শুনিব। এবং যাহা মনে আছে করিব। ও সকল, হাওয়াই কথায় কখনই কাণ দিব না।

"বাজে কথায় কাণ না দেওয়াই ভাল, কিন্তু কেনীর মেমকে যে হাতে আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া তাহার জন্যে ধরা রহিল,—ইহার পর—মনের মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিব।—আজীবন তাহার চাকুরী বজায় থাকিবে। মৃত্যুর পরেও তার বংশাবলী সুন্দরপুরের ঘর হইতে বিশেষ বৃত্তি পাইবে।"

রামলোচন বলিলেন।—

এ উতলার কার্য্য নহে। সকল দিক রক্ষা করিয়া, মান, সম্ভ্রম, এবং

প্রাণ বাঁচাইয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রোষবসে সাংঘাতিক কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হওয়া মানুষের কার্য্য নহে। আগে আত্ম-রক্ষা শেষে যাহা ইচ্ছা। ইহার অন্যথায় নিত্য নূতন বিপদ ঘটিবারই বেশী সম্ভাবনা। এই ত সেদিন তাড়াতাড়ী করিয়া অপ্রস্তত হইতে হইল। পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া আগা গোড়া আঁটিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কিছুতেই ঠকিতাম না। সাহেবের লোকেরা কি সুন্দর কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া চলিয়া গেল। বিবেচনার ত্রুটিতেই সরকারী চাকর ১০।১২ জন অনর্থক জখমী হইল। যদিও তাহারা প্রাণে মরিবে না কিন্তু—আশঙ্কা অনেক।

"আমি যে কিছু না বুঝি তাহা নহে। কিন্তু এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য ইহা আমার প্রাণে কখনই সহিবে না। যাহা হইবার হইয়াছে। গত কথায় আর ফল কি? এবারে কত লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়াছ?"

"তাতে ত্রুটি নাই।"

"এবারে তোমাকে স্বয়ং যাইতে হইবে। কুঠী পর্য্যন্ত নিজে না যাও, আমার কাছারী বাড়ীতে থাকিবে। ইংরেজ দেখিলেই তোমরা যে কেন এত ভয় কর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সেও মানুষ, তোমরাও মানুষ। তোমাদেরও দুই হাত দুই পা, তাহাদেরও তাহাই। কোন হাড় কি কোন শিরা তোমাদের শরীর অপেক্ষা তাহাদের বেশী নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও কোন প্রভেদ নাই, আছে কেবল রঙ্গের প্রভেদ। আর একটু প্রভেদ আছে। তোমরা নীলকর—কুঠীয়ালদের ন্যায় পরিশ্রমী নও, বুদ্ধিমানও নও। কেনীর ন্যায় মিথ্যাবাদীও নও; নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চকও নও। অত স্বার্থপরও নও। আমি শুনিয়াছিলাম যে টি, আই, কেনী বিলাতের ভদ্রবংশীয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সে সকলই কথার কথা। এখন দেখিতেছি কেনী চামার অপেক্ষাও অধম, মেথর অপেক্ষাও নীচ।

ঐ কুঠীরই একজন সাহেবকে সাঁওতার বড় মীর সাহেব, কি করিয়াছিলেন মনে আছে? আজ যে মীর সাহেব কেনীর আজ্ঞাবহ, সেই মীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে কীর্ত্তি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, চিরকাল এদেশে সাধারণের মনে সে কথা আঁকা থাকিবে। তাঁহার ক্ষমতাকে সহস্র ধন্যবাদ। যে নীলকরকে—

দেখিলে তোমরা দশ হাত সরিয়া পড়। দুই হাতে সেলাম বাজাইতে বাজাইতে পিছে হটিয়া হাঁপ ছাড়, দেবতার ন্যায় পূজা কর, যম হইতেও ভয় কর। সত্য কথা বলিব তাহাতে আর দোষ কি? নিন্দারই বা কথা কি? সাহেব দেখিলে সকলেরই যেন গা কাঁপিয়া ওঠে। সে গিডিমিডি কথা কাণে গেলে মহামহিম মহাশয়েরও প্রাণ উড়িয়া যায়। সেই নীলকরকে ধরিয়া তিনি যেরূপ শাস্তি করিয়াছিলেন, তাহা এদেশের সকলেই জানে। বড় মীর ঐ শালঘর মধুয়ার কুঠীর একজন কুঠীয়াল সাহেবকে ধরিয়া, দিনে দুপরে তাহার একটী কাণ কাটিয়া লইয়াছিলেন। প্রজার প্রতি অত্যাচার করাতেই না তাহার রাগ—সাহেবেরও শাস্তি।—আমি কি বলিব। আর কি করিব।—সমুদায় কার্য্য পরের হস্তে।—শুধু মুখের কথায় কি হয়? যা হউক আমি আবার বলিতেছি কেনীর মেমকে তোমার নিকট চাই।

রাম লোচন বলিলেন।—

হুজুর! আমার নিজের কার্য্য নহে। যাহা করিব সকলই পরের হস্তে, আমি জোগাড়ের ত্রুটি করি নাই, কখনও করিব না। টাকা খরচ করিতেও আপনার হুকুমের অপেক্ষায় থাকি নাই, থাকিবও না।—দেখি, এবারে ঈশ্বর কি করেন। এই বলিয়া রামলোচন প্যারীসুন্দরীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

মিসেস কেনী।

যে সময়ের কথা, সে সময় কুষ্টিয়ায় মহকুমা বসে নাই। কেনীর জমিদারীর কতক অংশ পাবনার সামিল, কতক মাগুরা যশোহরের অধীন। বিশেষ কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে কেনীকে স্বয়ং যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। যখন সংবাদ পাইয়াছেন, তখনই বেহারার ডাক বসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রে সংবাদ রাত্রেই যাওয়া—অনেকেই তাঁহার যশোহর গমনের খবর পায় নাই।

প্যারীসুন্দরীর গুপ্তচর সন্ধান করিয়া, সুন্দরপুরে যে সংবাদ দিয়াছে,

তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ কুঠীর লোকেই কেনীর সংবাদ ঠিক জানে না। অনেকেই জানে, সাহেব কুঠীতেই আছেন। কেনী কুঠী হইতে বাহির হইলেন,মেম সাহেব পিয়ানোয় হাত দিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিয়ানোর সুরে সুর মিশাইয়া গান করিলেন। ক্লান্তবোধেই হউক, কি নিশির নিস্তব্ধতায় বিশেষ কোন কথা মনে উঠিয়াই হউক, হৃদয় বিচলিত হইয়া মিহি সুর বন্ধ হইল। পিয়ানোর বাজনাও থামিয়া গেল। হৃদয়ে যে চিন্তার লহরীই খেলিতে থাকুক, তাহা মুখে ফুটিল না। মনের কোন কথা মুখে আনিলেন না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল যেন, তিনি কি ভাবিতেছেন?—তাঁহার পূর্ব্ব অবস্থার কথা—ইংলণ্ডের কথা? তাঁহার ভাগ্যের কথা? ভাবিতেছিলেন? কেনীকে বিবাহ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ইংলণ্ডে থাকিলে এত সুখ ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। নৃত্য, গীত, আহার, বিহার, আমোদ, প্রমোদ, রাজ প্রাসাদে রাজভোগ, ইহা কখনই তাঁহার সুন্দর ললাটে জুটিত না। হয় জুতা সেলাইয়ের সুতার যোগাড়, না হয় কাপড়, স্ত্রীর সরঞ্জাম দুরস্ত, নয় দোকান ঘরে বিকি, কিনি, কি অন্য কোনরূপ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া শরীর খাটাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ভারতে আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে। সুখের সীমা পর্য্যন্ত (বোধ হয় তাহার মতে) উপভোগ করিতেছেন। ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়া যেন তিনি চেয়ার হইতে উঠিলেন। শয়ন কুঠরীতে গিয়া রাত্রিবাস মোলায়েম (রেশমী) কাপড় পরিয়া পালঙ্কে শয়ন করিলেন। পাখা চলিতে লাগিল। বোধহয় ভাগ্য ফল আলোচনা করিতে করিতে ঘুমে মাতিয়া পড়িলেন।

পাখীদের প্রভাতি গানেই প্রতিদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। নিশি শেষে আজ নূতন প্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। হো! হো! মার্! মার্! লাঠীর ঠকাঠক্, লোকের গর্‌রা—এই নূতন প্রকার শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত-বায়ু জানালার খড়্‌খড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার রেসমী বসন-সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দোলিত পাখার ঝালর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। মিসেস কেনী এই সকল ভাব, আধ নিমীলিত আঁখিতে, আধ আধ ভাবে দেখিয়া প্রাভাতিক সমীরের স্বাভাবিক মোহমন্ত্রে আবার নিদ্রায় অভিভূতা

হইলেন। কিন্তু নিদ্রার আবেশ বেশীক্ষণ রহিল না। ভীষণ রবে, লাঠীয়াল-গণের হুহুঙ্কার এবং মার্ মার্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাণ দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। একি কাণ্ড? কি ব্যাপার? মহা-গোলযোগ। পালঙ্ক হইতে ত্রস্তে উঠিয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ দ্বারে মুখ দিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শয়ন ঘরের চতুঃপার্শ্বে এবং কুঠীর চারিদিকে বহুতর লাঠীয়াল। কুঠীর হাতায়, এবং প্রবেশ দ্বারে, ঢাল সড়কী, বল্লমধারী সারি সারি লাঠীয়ালগণ যমদূতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সকলেই অপরিচিত। কুঠীর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিবার মধ্যে দেখিলেন প্রবেশ দ্বার হইতে কুঠীর লোকদিগকে মারিয়া তাড়াইতেছে। তাহারা আঙ্গিনায় আসিতে যতই চেষ্টা করিতেছে, ততই লাঠির আঘাতে আঘাতিত হইতেছে। বহু চেষ্টাতেও আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মহা বিপদ! একি! এরা কারা? কি জন্য আসিয়াছে—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া সিঁড়ির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। গবাক্ষে মুখ দিয়া বলিতে লাগিলেন, "সাহেব কুঠীতে নাই।"

লাঠীয়ালদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল আমরা সাহেবকে চাই না। তোমাকে চাই। প্যারীসুন্দরীর হুকুম, তোমাকে সুন্দরপুর যাইতে হইবে। কথায় না যাও—লইয়া যাইব!

মিসেস কেনী বলিলেন।—

"বাপু সকল! তোমরা আমাকে লইয়া কি করিবে? আমি তোমাদের কিছুই করি নাই, আমাকে বাঁচাও!"

সাদা মুখের কথা শুনিতে কাহার ভাগ্য? আজ মিসেস কেনী বিপদে পড়িয়া লাঠীয়ালদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, কিন্তু কার ভাগ্য সে মুখের কথা শুনিতে পায়? যাহা হউক মিসেস কেনী তিন চারটী কথা কহিয়াই কার্য্য উদ্ধার করিলেন। স্ত্রীলোকের জয় না আছে কোথায়? তাই আবার বিলাতী মুখ! যার তুলনা ভারতে নাই। লাঠীয়ালগণের এত তেজ, এত উৎসাহ এত জোরের কথা,—মিসেস কেনীর ঐ একটী কথায় কোথায় যে সরিয়া গেল তাহার সন্ধান হইল না।—যে মুখ তুলিয়া তাকাইল সে তাকাইয়া রহিল। যে কাণে শুনিল সে কাণ পাতিয়াই রহিল। মিসেস কেনী সাহসে

নির্ভর করিয়া এক তোড়া টাকা উপর হইতে নীচে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। অর্থের কাঙ্গাল বাঙ্গালী। টাকার মুখ দেখিয়াই গলিয়া পড়িল। যে কার্য্যে আসিয়াছিল, তাহা মন হইতে একেবারে সরিয়া গেল। সড়কী, ঢাল, লাঠী, তরবার মাটিতে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি টাকা কুড়াইতে লাগিল। যে যত পারিল লইল, কেহ কোমরে গুঁজিল, কেহ কাপড়ে বান্ধিল। টাকার লোভে শেষে আপসে আপসে সংগ্রাম বাধিল। মিসেস কেনীর নিক্ষিপ্ত টাকা সমুদয় কুড়াইয়া লইয়া শেষে বলবানেরা, দুর্ব্বল এবং ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিল। কেহ সাহায্য করিল, কেহ বা সে সাহায্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইল।

মিসেস কেনী এই সুযোগ দেখিয়া আর এক তোড়া ঐ কুকুর-কাও মধ্যে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। সে সময়ে আপসে আপসে প্রকাশ্য ভাবে মারা-মারি বাধিয়া গেল। কোথায় সড়কী, কোথায় ঢাল, কোথায় লাঠী, কোথায় কি পড়িয়া রহিল সে দিকে কাহারও লক্ষ থাকিল না। টাকা লইয়া কাড়া-কাড়িতেই মাতিয়া গেল। আপসে আপসে মারা মারী, টানাটানী, হেঁচড়া হেঁচড়ী আরম্ভ করিয়া কেনীর লাঠীয়ালগণের অনেক সুবিধা করিয়া দিল। বিপক্ষ দলের লাঠী সড়কী হাতে লইয়া অর্থলোভী নিমক হারামদিগকে ধরি-বার আশয়ে কুঠীর লাঠীয়ালেরা মার্ মার্ শব্দে আসিয়া পড়িল। টাকার এমনি লোভ—টাকা এমনি জিনিষ যে তখনও সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। রূপার চাকিতে চক্ষে ধাঁদা লাগিয়াছে। আত্মহারা, জ্ঞানহারা হইয়া সকলেই ভ্রমে—মহা ভ্রমে পড়িয়াছে। কুঠীর লাঠীয়ালগণের লাঠী পিঠে পড়িতেছে, মাজা দমিয়া যাইতেছে, কেহ মাটিতে গড়িয়া পড়িতেছে, চক্ষু তুলিয়া ফিরিয়া দেখিয়াই চম্পট।—দৌড়িয়া পথে অপথে পলায়ন। যাহারা প্যারী সুন্দরীর নির্দ্দিষ্ট বেতন ভোগী তাহারাই কেবল রামলোচনের নিকটে ভারণের কাছারীতে ফিরিয়া গেল। বিদেশী সর্দ্দারেরা আপন আপন সুবিধা মত আপন আপন পথ খুজিয়া লইল। হুকুম দেহেন্দা দলপতি মহোদয়ের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইল না।

মিসেস কেনী নীচে নামিয়া বাক্স, আলমারী যাহা পূর্ব্ব হইতে জরাজীর্ণ ছিল, নিজের চাকর দ্বারা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফুলের টব, পা-পোস, চেয়ার

ইত্যাদিছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতক ঘরের বাহিরে, কতক সিড়ির নীচে, কতক ভগ্ন, কতক স্থান ভ্রষ্ট করিলেন। এবং তখনই জেলার মাজিষ্ট্রেট নিকট পত্র লিখিয়া রামরূপ সিংহকে অশ্বারোহণে জেলায় পাঠাইয়া দিলেন। সম্ভু সান্ন্যালকে ডাকিয়া কুঠীতে চড়াও, মালামাল লুট, বাক্স আলমারী ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা অপহরণ—দিনে ডাকাইতি, এই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিয়া মীর সাহেবের নিকটেও পত্র পাঠাইলেন।

হরনাথ মিশ্র প্রধান কার্য্যকারক বাসাবাড়ীতে থাকিয়াই কুঠীর সমুদয় অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন আর গোলযোগ নাই দেখিয়া মেম্ সাহেব নিকট আসিয়া বলিলেন—

"হুজর! আর একটী কার্য্য করিতে হইবে গোপনে বলিব।"

মিসেস কেনী বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল জান কর, আমার নিকট আর জিজ্ঞাসা করিওনা।"

হরনাথ তখনি আফিস ঘরে যাইয়া কি মন্ত্রণা করিলেন তিনিই জানেন। এক ঘণ্টার পর এক প্রকার হৃদয় বিদারক শব্দ শুনা গেল। বাবাগো—মলেমগো—আমি কিছুই জানিনা—হা খোদায়—

সপ্তম তরঙ্গ।

ঘর জামাই।

এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না। কলমের চারাও একেবারে খাঁটী ওৎরে না। আর একটী কথা, শত বৎসরও যদি কোন গাছের উপর, ভিন্ন গাছ জীবিত থাকিয়া ডালপালা ছাড়ে, তত্রাচ তাহার নাম পরগাছা। জামাই পরগাছা, জামাই কলমের চারা, এবং ব্যবহারে বাকল। হাজার ঘস মাজ, মিশিবার নহে।—মিশিবে না। স্থূল কথা জামাই জেতেই বিশ্বাস নাই; তারপর আবার ভাইঝি জামাই। খুড় ভাইপোয়ে প্রায়ই পরস্পর কাটাকাটী,

মারামারী, খুনখুনী। পরিশেষে—[illegible] আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়। পরিণামে উভয়ে প্রায় এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়া পরের অন্নে উদর পূরণ, কেহ অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ভিন্ন আর কোনই ভাল ফল দেখা যায় না। এক রক্ত, এক গোত্র, এক বংশ, তাতেই এই দশা,—পর গোত্র, পরপুত্র জামাই, তাহার সঙ্গে এক কায়া, এক প্রাণ, দুইয়ে এক হওয়া বড়ই কঠিন কথা। যাহাদের শরীর এক রক্তে গঠিত, তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ থাকা স্বত্বেও রক্তের গুণ না থাকিয়া যায় না। পাষাণ প্রাণ হইলেও সময়ে নরম হয়, কালে স্নেহ ভক্তি প্রণয় এবং প্রেমভাব,—সে কলুষিত পাপময় অন্তরেও দেখা যায়; জামাই পরের সন্তান, পররক্তে গঠিত, সুতরাং মনের ভাব ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, হৃদয় ভিন্ন। সে বশে থাকিবার নয়। থাকিবে কেন? সে শ্বশুরকে পিতৃতুল্য মানিবে কেন? সে খুড় শ্বশুরকে শ্বশুরের স্থানে বরণ করিবে কেন? তার কার্য্য উদ্ধারই ভক্তি, তার স্বার্থ সাধনই শ্রদ্ধা, তার অভিষ্ট সাধন করাই প্রেম। তার সকলই কৃত্রিম। মীর সাহেব আপন বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপন মন্দ আপনি ঘটাইয়াছেন। আপন পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। রে সংসার! রে লোভ! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। রে অর্থ। রে জমিদারি! তোরা না ঘটাইতে পারিস্ এ জগতে এমন কোন কুকার্য্যই নাই। মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম, সকলই স্বার্থের নিকট পরাস্ত। তোদের নিকট জিয়ন্তে বলি।

মীর সাহেবের সংসারে দেবীপ্রসাদ প্রধান কার্য্যকারক। সাগোলামের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কালের ধর্ম্ম! সময় সময় তাঁহাদের উভয়ে অনেক কথা, অনেক আলাপ হইয়া থাকে। কোন কোন দিন আবশ্যক মতে নিকটস্থ আমবাগানে, কি বকুল তলায় বসিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা হয়। প্রথম সূত্রপাত, পরে অনেক কথা, দিন দিন বহু কথা, বহু জোগাড়, গোপনে গোপনে বহু মন্ত্রণা, বহু কার্য্য সাধন হইতেছে ও হইয়াছে। এখও অনেক বাকি, সীমা পর্য্যন্ত যাইতে বহু বিলম্ব। তাই কথা ফোটে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। মীর সাহেবেরও কানে ওঠে নাই।

রাত্রি দুই প্রহর। দেবীপ্রসাদের বৈঠক খানাতেই আজ বৈঠক। দেবীপ্রসাদ ছোট একখানি জল চৌকির উপর। সাগোলাম বড় গোছের একটী

মোড়ায় বসিয়া উভয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ঘরের এক কোণে মিটি মিটি করিয়া প্রদীপ জলিতেছে। সে সময় কেরোসিন তেলের চল্‌তি হয় নাই। দিশীতৈল দিশী প্রদীপ, দীপ-গাছাও মাটির।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন। মীর এব্রাহিম হোসেনের "অছিয়ত নামায়" যাহা যাহা লিখা আছে তাহারত অন্যথা করিতে পারিবেন না। আমার বেশ মনে আছে, দুই ভ্রাতারই জমিদারিতে সমান অংশ। সাঁওতার বশত বাটীতেও তুল্যাংশ। কনিষ্ঠ পুত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কারণ অতি শৈশবকালেই মীর সাহেব মাতৃহারা হন বলিয়া পদমদীর বাড়ী তাঁহাকে বেশীর ভাগ দিয়া গিয়াছেন। সে বাড়ী এবাড়ীর ন্যায় পাকা নহে। সামান্য কএক খানি ঘর, আর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। বেশীরভাগ পুষ্করিণী ও একটী আমবাগান মাত্র। মীর এব্রাহিম হোসেন, আপনার শ্বশুরকে রাজী করিয়া, কন্যাদ্বয়কে বলিয়া পদমদীর বাড়ী—বিষয়, মীর সাহেবকে অতিরিক্তরূপে দিয়া গিয়াছেন। একথা সকলেই জানে; অছিয়ত নামাতেও স্পষ্ট ভাবে লিখা রহিয়াছে।

সাগোলাম বলিলেন। একথা অসম্ভব—অসম্ভব। বাড়ী যেমনই হউক পৃথক হওয়ার কারণ কি? নির্দ্দিষ্ট করিয়া যখন লিখা, তখন কি আর কথা আছে! না—উহাতে কোন গোল উপস্থিত হইতে পারে? ঘর থাক্, পুষ্করিণী থাক্, প্রাচীর থাক্, বাগান থাক্ হাজার থাক্, সে বাড়ীর সকলি তাঁহার। আর এই সাঁওতার বাড়ীতে যাই থাক্, সকলি আমার শ্বশুরের। দালান কোটা আছে বলিয়াইকি ভাগ দিতে হইবে?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন। দেওয়াইত কথা—বিষয় সম্পত্তি জমিদারী সকলি এখানে, পদমদী পৈতৃক স্থান বটে, কিন্তু ধরিতে গেলে সকলই এখানে। সে কেবল নাম মাত্র বাড়ী। আমি বেশ জানি, যাহার ভাগে যে গ্রাম পড়িয়াছে—বৃদ্ধ মীর সাহেব যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি অছিয়ত নামায় নির্দ্দিষ্ট রূপে লিখিয়া দিয়াছেন। কেবল এইবাড়ী, আর এবাড়ীর মোআলকের অস্থাবর সম্পত্তি এজমালিতে রাখিয়া গিয়াছেন। অছিয়তনামা এবং অন্যান্য দলিল মীর সাহেব নিকট আছে, তাহা দেখিলেই আপনার মনের ধাদা ছুটিয়া যাইবে।

সাগোলাম বলিলেন। অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ যে বাক্সে আছে সে

বাক্সে অছিয়তনামা নাই। আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। আপনি যে স্থানে থাকার কথা বলিয়াছিলেন, সেখানেও নাই—আমি সন্ধান করিয়াছি। যেখানে আছে, তাহা জানিতেও পারিয়াছি। আমাদের সংসারে তাঁহার পক্ষে এখন একটী প্রাণীও নাই। মনে মনে সকলেই ফাঁক। দুহাত ফাঁক। ফাঁক পেলে কেহই ছাড়িবে না। দু একটী দাসী মাত্র তাঁহার স্বপক্ষে আছে। কিন্তু তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। আমাদেরই সকল, আমরাই কর্ত্তা, আমরাই মালিক। আমি ইচ্ছা করিলে এই রাত্রেই একেবারে নিষ্কণ্টক হইতে পারি। নির্ব্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি লইয়া সুখে থাকিতে পারি, কিন্তু—

দেবীপ্রসাদ বলিলেন। সেকি কথা! ওসকল কথা কখনই মনে স্থান দিবেন না। মুখেও আনিবেন না। লোকের কুপরামর্শে কখনই ভুলিবেন না। কোনরূপ অমানুষিক কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। যাহা সহজে হইবে তাহার জন্য এত ব্যস্ত কি? নখের আঁচড়ে যাহা ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহার জন্য কামান পাতিবার দরকার কি?

সাগোলাম হাসিতে হাসিতে বলিলেন ও কিছু নয়, ওকথাটা আমি তামাসা করে বলেছি। বিবেচনা করুন অছিয়তনামা যদি কোন কৌশলে হস্তগত করিতে পারি—তাহাতে যাহা লিখা আছে, তাহার কি আর—অন্যথা হইতে পারে না।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—তাই বা কি করিয়া হইবে। এখন অন্যথা করিতে পারে এমন সাধ্য কার?

সাগোলাম বলিলেন।—কেন? সেত কোম্পানির ঘরে জানিত হয় নাই, কোন হাকিমের নিকটও আজ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিয়া কোনরূপ সহি করান হয় নাই। ঘরাও দলিল, ঘরাও লিখাপড়া। তাতে আছে কি? আপনারইত পিতার হাতের লেখা। আপনার হাতের লেখা হইলে ক্ষতি কি? যে সকল সাক্ষী আছে, তাহাদের দ্বারা সাক্ষী শ্রেণীতে নাম লেখাইতে কতক্ষণের কাজ?

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—মীর এব্রাহিম হোসেনের দস্তখতের কি হইবে?

সাগোলাম বলিলেন।—সে ভাবনা ভাবিতে হইবে না। সে ভার আমার প্রতি।

দেবী প্রসাদ বলিলেন।—"ভার আপনার প্রতিই থাক্, গড়িয়া উঠিতে পারিলে হয়। ইহার জন্য সময় চাই, গোপন চাই, ছদ্মবেশী হওয়া চাই, কপটতা শিক্ষা করা চাই,—বিশেষ পরিশ্রম এবং উদ্যোগী হওয়া চাই।"

"সে আপনাকে বলিতে হইবে না, বহুকাল হইতে শিক্ষা আছে। আমি না পারি জগতে এমন কোন কার্য্য নাই। সংসার চালাইতে আমি ভাল জানি—সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য করিতে আমার বেশী সময় আবশ্যক করে না। ধর্ম্মভয় আমার অতি কম।"

"ভালইত ভয় যত কম থাকে ততই ভাল। কিন্তু ধর্ম্মভয় একটু থাকিলে যেন ভাল হয়। যাহাই বলুন আর যাহাই করুন, কিন্তু অছিয়তনামা আগে হস্তগত করিতে না পারিলে আর কোন আশা নাই। আপনি বলেন সন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। অছিয়তনামার বিষয় মীর সাহেব ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। জানিবার সম্ভাবনাও নাই।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সন্ধান করিতে আমি কম করি নাই। শীঘ্রই সফল হইব—কোন চিন্তা করিবেন না।"

দেবীপ্রসাদের বাটীর পূর্ব্বদিকে বড় রাস্তা। গ্রামের, ভিন্ন গ্রামের ও অন্য স্থানের লোক জন ঐ পথে চলাচল করে—"চৌকিদার" "চৌকিদার" বলিয়া একটী লোক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।

সে সময় চৌকিদারী চাকুরী বড়ই জঘন্য ছিল। নাম মাত্র চৌকিদার। চৌকিদারকে পেটের অন্ন জোটাইতে সারা দিন পরের দ্বারে মজুরী করিতে হইত। নিতান্ত হীনাবস্থার লোক না হইলে চৌকিদারী কার্য্য কেহ স্বীকার করিত না। বৎসরান্তে কেহ এক কাঠা ধান, কেহ একজোড়া নারিকেল, দুই এক মুটো পাট, দু এক সের কলাই চৌকিদারের বেতন স্বরূপ দিত। বড় বড় ঘরে বার্ষিক বরাদ্দ চারি আনা; বড় বেশী হইলেও আট আনার ঊর্দ্ধ ছিল না। ছেলে মেয়ের বিবাহে লোকে কিছু পয়সা, দু একখানা কাপড় চৌকিদারকে দিত মাত্র। মাসিক বরাদ্দে প্রায় কেহই বেতন দিত না। চৌকিদারও বেতন বলিয়া কোন দাবী করিত না। চৌকি পাহারাও সেই প্রকার—যেমন দান, তেমন দক্ষিণা—যেমন বেতন তেমন কাজ। কিন্তু থানার দারোগা জমাদার বরকন্দাজের হাত হইতে বাঁচাও ছিল না। প্রতি

কথায় মা'র, প্রতি কথায় গালাগালি ; এই সকল ব্যবহারে, নীচ শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভাল লোকে এখনও চৌকীদারী করে না। সারা দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া চৌকিদার বিভোর ঘুমাইয়াছে।

"চৌকিদার"—"চৌকিদার"—অনেকক্ষণ ডাকা ডাকি হাঁকা হাঁকিতেও চৌকিদার হাজির হইল না।

এত রাত্রে চৌকিদারের ডাক কেন? কে ডাকে? দেবীপ্রসাদ দুই এক পায়ে দেউড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন। রাস্তার নিকট আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক পাবনার বরকন্দাজ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠীতে যাইবেন। পথে পথে মশাল, তৈল, মশালচির জোগাড় করিয়া, শালঘর মধুয়া যাওয়াই বরকন্দাজের এখন কর্ত্তব্য কার্য্য।

দেবীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম শুনিয়াই তাড়া তাড়ি বাড়ী আসিলেন। সাগোলামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বরকন্দাজ ও তাহার সঙ্গি লোক জনসহ মনিব বাড়ীতে আসিলেন। সদর দেউড়িতে তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব শালঘর মধুয়ার কুঠীতে গমন সংবাদ মীর সাহেব নিকট বলিতে অগ্রসর হইলেন। বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। কারণ সে সময় মজলিস জমিয়া গিয়াছে। মীর সাহেব স্বয়ং সেতার বাজাইতেছেন, গোপাল ঢোলক বাজাইতেছে। দেশীয় নর্ত্তকীদ্বয় নৃত্য করিতেছে। মহফেলের প্রায় সকলেই মনের আনন্দে আনন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেবীপ্রসাদের পা উঠিল না। কাহাকে ডাকিতেও পারেন না। ডাকিলেই বা শুনে কে? বাজে লোক পাঠাইয়া খবর দিতেও সাহস হইল না। আমোদে বাধা দেয় কার সাধ্য?

দেবীপ্রসাদ বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাগোলাম দেবীপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাটীতে আসিয়া, বৈঠকখানা ঘরের দিকে যাইলেন না। মীর সাহেবের বিশ্বাসী খানসামা বিনোদের সহিত গোপনে গোপনে কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এ দিকে আমোদের ঢেউ খেলিতেছে। হাসীর গর্‌রা গানের তান, বাজনার বোলে হুলুস্থূল ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। হঠাৎ সেতারের তার ছিঁড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই যেন নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর খসিয়া পড়িল।

লয় বিহনে, বেলয়ে, তাল কাটিয়া বাজনা বন্ধ হইল। বসিরুদ্দিন মোসাহেব ও গায়ক—তিনিও বাঁচিলেন। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত গলাবাজী করিয়াছেন, বাহিরে আসিবার নিতান্তই দরকার হইয়াছে। তাড়া তাড়ি বাহিরে আসিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই, হঠাৎ দেবীপ্রসাদকে দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইলেন। দেবীপ্রসাদ বসিরুদ্দিনের হস্ত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চুপি চুপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শালঘর মধুয়ার কুঠীতে গমন বিষয় বলিয়া দিলেন। বসিরুদ্দিন উঠিতে পড়িতে মীর সাহেবের নিকট যাইয়া চুপি চুপি সকল কথা শুনাইলেন। মীর সাহেব আমোদে ভঙ্গ দিয়া তখনি বাহিরে আসিলেন। মশাল, তৈল, মশালচির সংগ্রহ করিয়া দিতে দেবীপ্রসাদকে আদেশ করিলেন। এবং তখনি জানমামুদ, কদম, ফটিক, চাকরাণ জমিভোগী বেহারাদিগের বাটিতে লোক ছুটিল। কারণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মীর সাহেব, কুঠীতে যাইয়া মিসেস কেনীর সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করিলেন।

বসিরুদ্দিন দেবীপ্রসাদকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। কারণ আমোদে আহ্লাদে মনোমত কার্য্যে, বাধা দিতে দেবীপ্রসাদের হস্তই অগ্রে প্রসারিত হইত। বসিরুদ্দিন মীর সাহেবের প্রধান মোসাহেব। নাচিতেন গান করিতেন, পাশা খেলিতেন। সং-সাজিয়া রঙ্গ মাখাইয়া—ঢং দেখাইতেও—লজ্জা বোধ করিতেন না। এবং ইচ্ছা করিয়া নর্ত্তকীদিগের মুখের মিষ্টি মিষ্টি বোল শুনিয়া সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি যে, একজন মহা রসিক একথা তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আর ছিল যে, কমল পদের কোমল আঘাতে শরীর পবিত্র না করিলে রসিকের পরীক্ষা হয় না, রসিক নামও জাঁকিয়া উঠে না। যেমন আগুণে না পড়িলে সোণার আদর বাড়ে না, তেম্নি কামিনী-কোমল-পদের আঘাত সহ্য না করিলেও রসিক নামের স্বার্থকতা হয় না।—বোধ হয় এই অপকথাটা বসিরুদ্দিনের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগিত। তাই তিনি ঐ সকল কোমল পদের আঘাত সহ্য করিতেন,—শরীর পবিত্র করিতেন। পূর্ব্ব পুরুষের নামেও কিছু শুনিতেন।

আরও একটা আশা ছিল। মীর সাহেবের অনুগ্রহ—আর সুদৃষ্টি,—বিষয়াদির কার্য্যেও মীর সাহেব তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন, ইহাও তাঁহার অন্তরে

অন্য একটী আশা। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে শেষ আশাটী কখন পূর্ণ হয় নাই। বিষয়াদির কার্য্যে দেবীপ্রসাদের কথাই বলবৎ থাকিত। এই দুঃখে বসিরুদ্দিন সর্ব্বদাই চিন্তিত ও দুঃখিত থাকিতেন। সময় সময় সে দুঃখের কাহিনী মীর সাহেবের নিকট স্পষ্টভাবে বলিতেও ক্রটি করিতেন না। মীর সাহেব কিন্তু সে কথায় কান দিতেন না। যাক্ সে কথা। এখনকার কথা—এই যে, এত আমোদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই বন্ধ হইল। এক দেবীপ্রসাদ আসিয়া নাচ, গান, বাজনা, মাটি করিয়া দিল। এই কথাটা বসিরুদ্দিনের শিরায় শিরায় বসিয়া গেল।

মীর সাহেবের গমনের আয়োজন। পাল্কী বেহারা সমুদায় প্রস্তুত—হাসী, তামাসা, রসিকতা রগড়ের কথা আর কাহারও মুখে নাই। সেতারের তার ছিঁড়িয়াই রহিল। নর্ত্তকীর পায়ের নূপুর ফরাসের উপরে যে স্থানে খসিয়া পড়িয়া ছিল, সেই স্থানেই পড়িয়া রহিল। বসিরুদ্দিন বারান্দায় আসিয়া মৃদু মৃদু স্বরে বলিতে লাগিল, "এখন না যাইয়া প্রাতে গেলেও হইতে পারিত।" মীর সাহেব সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি প্রস্তুত হইয়া পাল্কীতে উঠিলেন। বৈঠকখানা ঘরের দ্বার বন্ধ হইল।

সাগোলাম বিনোদ খানসামার সহিত চুপি চুপি কি কথা কহিয়া তাঁহার বসিবার কুঠরীতে বসিয়া আছেন। চঞ্চল ভাব। রাত্রি প্রায় একটা—কি চিন্তা করিতে করিতে একবার বাটীর মধ্যে তাঁহার শয়ন কুঠরীতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। আবার বাটীর মধ্যে গিয়া সমুদয় স্থান অতি সাবধানে বেড়াইয়া দেখিয়া আসিলেন। সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ পাইলেন না। আজিই সময়, আজিই অবসর, এই উপযুক্ত সময়। মনে মনে স্থির করিয়া এক পায়ে দুপায়ে মীর সাহেবের তোষাখানার দিকে চলিলেন। তাঁহার এরূপ চলা ফেরা নূতন নহে। আরও কয়েক দিন নিশীথ সময়ে মীর সাহেবের তোষাখানার দিগে পা ধরিয়াছেন। চুপে চুপে বাড়ীর অনেক ঘর খুঁজিয়াছেন।

মাঙ্গন ও বিনোদ দুইজনেই তোষাখানার জমাদার। মাঙ্গন মীর সাহেবের বিশ্বাসী এবং প্রধান চাকর। বিনোদ মাঙ্গনের সাহায্যকারী। দুলা মিয়া (জামাই বাবু) অর্থাৎ সাগোলাম পূর্ব্ব হইতেই ঐ তোষাখানার কোথায় কি আছে বিনোদের সাহায্যে সকলি জানিয়া ছিলেন। কোন্ দ্বার খোলা থাকে,

কোন্ জানালা বন্ধ কোন্ দিকে বাক্স, কোন্ পার্শ্বে আল্মারী সিন্ধুক সকলি তাঁহার জানা ছিল। জামাই বাবু সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মীর সাহেবের আদেশ ও অনুগ্রহেই তাঁহার ঐ অধিকার।

মাঙ্গন, মীর সাহেবের বিশ্বাসী তাহা জামাই বাবু বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। মাঙ্গনও বিশ্বাসের গৌরব দেখাইতে অনেক গুপ্তকথা যাহা কেহ জানিত না, তাহার কিছু কিছু জামাই বাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া বিশেষ বিশ্বাসী হইয়াছে। সাগোলামের বিশ্বাস, মাঙ্গন যাহা বলে সে সমুদয়ই সত্য। মাঙ্গন গাঁজাখোর—কিন্তু সরল।

সাগোলাম বিনোদের সাহায্যে তোষাখানার দরজা খোলা পাইলেন। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চোরের প্রপিতামহের ন্যায় অতি সাবধানে পা ফেলিয়া তোষাখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনোদের অনুগ্রহে তোষাখানা অন্ধকার। বাতিটী ইচ্ছা করিয়াই নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকার কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই! কেবল অনুমান আর হাতের আন্দাজ এই দুইটার উপর নির্ভর করিয়াই জামাই বাবু অন্ধকার ঘর মধ্যে আপন অভিষ্ট সাধন জন্য হামাগুড়ি দিয়া যাইতে লাগিলেন। মাঙ্গন কিছুই জানে না। বিনোদকেও আসল কথা বলেন নাই। কেবল মাত্র এই বলিয়া ছিলেন যে, নিশীথ সময়ে কোন গুপ্তস্থানে আমোদ আহ্লাদ করিতে যাইব, তুমি তোষাখানার দ্বার খুলিয়া রাখিও। আমি তোমাকে খুব গোপনে জাগাইয়া লইয়া যাইব।

বিনোদ জানিলেও মা'র নাই,—পূর্ব্ব মন্ত্রণাই তখন আশ্রয়। মাঙ্গন জাগিলেও শীঘ্র উঠিবে না। কারণ সে নেশায় ভোর। সাগোলাম গড়াইয়া হামাগুড়ি দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে জিনিসের জন্য তাঁহার এত পরিশ্রম, এত চেষ্টা—মহা পাপকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সে জিনিসটী হস্তগত হইল। অছিয়তনামা যে বাক্সে আছে সন্ধানে জানিয়া ছিলেন সে বাক্সটী হস্তগত হইল। বিশেষ সাবধানে হাতবাক্সটী বগলে চাপিলেন। মাঙ্গন টের পাইল যে, কে যেন ঘরের মধ্যে আসিয়া কি লইয়া গেল। নেশার ঝোঁকে উঠিতে ইচ্ছা হইল না। চক্ষু বুজিয়াই দুর দুর করিয়া আবার নিরব হইল। পূর্ব্ববৎ নিশ্বাস চলিতে লাগিল।

জামাই বাবু হাতবাক্সটি লইয়া তখনই নিজের বড় বাক্সে বন্ধ করিলেন। পাখীরা প্রভাতি গাইয়া উঠিল। শুকতারা মলিনভাবে নিজ গম্য পথে মিটি মিটি চাহিয়া যাইতে লাগিল; জামাই বাবু শয্যায় শুইয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম তরঙ্গ।

তদারক।

পাবনা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। সময়ে সময়ে রাজসাহীর জজ দাওরার মোকদ্দমার বিচার করিতে পাবনায় আসিয়া থাকেন। কালেক্টরী মুন্সেফী সকলি আছে, সুতরাং জেলা বলিয়াই অভিহিত। পাবনা হইতে শালঘর মধুয়ায় আসিতে হইলে পদ্মা পার হইয়া আসিতে হয়।

পদ্মা পাড়ী দিয়া দক্ষিণ পারে আসিলেই কুষ্টিয়ার থানা। পাঠক! বর্ত্তমান কুষ্টিয়া যে স্থানে স্থাপিত সে স্থানের যথার্থ নাম কুষ্টিয়া নহে। পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেসনের উত্তর দিকে কুষ্টিয়া গ্রাম আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এইক্ষণ তাহার নাম পুরাতন কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়ার থানা—পুরাতন কুষ্টিয়া হইতে উঠিয়া গৌরী নদীর দক্ষিণ পার আসিলে, সে থানার নামও কুষ্টিয়া এবং সেই নামেই মহকুমা ইত্যাদি ও রেলওয়ে ষ্টেসনের নাম হইয়াছে। এইক্ষণে যে স্থানে কুষ্টিয়ার থানা বর্ত্তমান, সে স্থানের নাম "মজমপুর"। এই প্রকারে বাহাদুর খালী, এড়পাড়া গ্রাম লইয়া কুষ্টিয়া। যে সময়ের ঘটনা, সে সময় কুষ্টিয়ার মহকুমা হয় নাই, রেলওয়ে ষ্টেসন হয় নাই। বর্ত্তমান থানারও সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন কুষ্টিয়াতেই থানা—সে থানাতেও শালঘর মধুয়ার লুটের এজাহার পড়িয়াছে। অন্য লোকে এজাহার দিলে, দারগা সাহেব সে লোকটীকে যাহা করিয়া বিদায় দিতে হয় করিতেন। কুঠীর এজাহার না লইয়া উপায় নাই।—মেম সাহেবের প্রেরিত লোকের এজাহার। বিশেষ দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত টি, আই, কেনীর কুঠী লুট। এ এজাহার না লইলে কি রক্ষা আছে? লাভের প্রত্যাশা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া এজাহার লইতে হইয়াছে।

থানাদার কেবল নিজ নাম সহী করিতে জানেন। তাইদনবীস বাবুকে সঙ্গে লইয়া ৫ জন বরকন্দাজ সহ মাজেরার স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু মেম সাহেবের আদেশ হয় নাই বলিয়া তদারকে প্রবৃত্ত হন নাই। রীতিমত খোরাকি পাইতেছেন। থাকিবার স্থানও ভালই জুটিয়াছে। আহারাদি করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্বয়ং তদন্তে আসিবেন।

সূর্য্যোদয়ের সহিত স্থানীয় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বাহাদুর, সদর দারগা (পাবনার) ও সদরের বরকন্দাজগণকে সঙ্গে করিয়া শালঘর মধুয়ায় দেখা দিলেন। প্রথমে মিসেস কেনীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া মোকদ্দমা তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব আরও একবার কুঠীতে আসিয়া মিসেস কেনীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। সময় সময় চিঠী পত্র পাইতেন এবং লিখিতেন।

প্যারীসুন্দরীর লাঠীয়ালেরা কুঠী আক্রমণ করিয়াছে, অনেক সাক্ষী জবানবন্দী দিলেন। সাহেব পক্ষের দুইজন লোককে যে সাংঘাতিক রূপে আঘাত করিয়াছে, তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন। জখমীদ্বয়কে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সম্মুখে বাঁশের চাঙ্গিতে শোয়াইয়া আনা হইল। সড়কীর আঘাতে এক জনের বক্ষ ভেদ, লাঠীর আঘাতে অপরের মাথা ফাটা, তখনও নাক মুখ ভাসিয়া রক্ত পড়িতেছে। কথা কহিবার শক্তি নাই।—বোধ হয় বাঁচিবে না। বাঁচিবার ভরসা একেবারে নাই বলিলেও হয়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, কুঠীর লোক হইতে অধিক বিশ্বাস্য প্রমাণ, এই দুইজন লোক। কুঠীর সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। সাঁওতার জমিদারের লোক। আপন জমিদারের পত্র লইয়া সাহেবের নিকট আসিয়াছিল। সাহেব কুঠীতে না থাকায় পত্রের উত্তর পায় নাই। বাধ্য হইয়া ইহারা আফিস ঘরের বারান্দায় রাত্রে শুইয়াছিল। প্রাতের ঘটনা সমুদয় প্রত্যক্ষে দেখিয়াছে। প্যারীসুন্দরীর লোক যে যে প্রকারে এই দুই ব্যক্তিকে সাংঘাতিক রূপে জখম করিয়াছে, তাহাও ইহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ, ইহারাই মূল সাক্ষী।

উভয় জখমীকে পাবনার ডাক্তরখানায় ডাক্তর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া

দিবার আদেশ করিয়া সাহেব থানার কামরায় চলিয়া গেলেন। মোকদ্দমা তদন্ত শেষ হইল। আফিস ঘরে কুঠীর প্রধান নায়েব হরনাথ মিশ্রী এবং অন্যান্য আমলাগণ বসিয়া মোকদ্দমার প্রমাণ, সাক্ষীর জবানবন্দী বিষয় আলোচনা করিতেছেন। পাবনার মোক্তার চাঁদ অধিকারীর নিকট পত্র লিখিতেছেন। সাহেব কুঠিতে নাই, আফিস ঘরেই তামাক চলিতেছে। কত ভদ্র লোক নায়েব মহাশয়ের মুখের একটী কথার জন্য লালাইত হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ কাগজে মোড়ক করিয়া কিছু কিছু প্রণামী বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিতেছে—নায়েব মহাশয় বে-রেঁয়া। কথায়, কার্য্যে, হাসি, তামাসায় সকল দিকেই আছেন। প্যারীসুন্দরীর প্রসঙ্গেও হাসি তামাসা চলিতেছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালী সঙ্গীয় বেহারা এবং লোকজনের আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে একটী স্ত্রীলোক "আমার বাবা কোথায়? ওরে আমার বাবা কৈ?" উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কাহারও বাধা না মানিয়া আফিস ঘরের মধ্যে নায়েব মহাশয়ের সম্মুখে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে লাগিল "আমার বাবা সন্ধ্যার সময় বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসিয়াছে। নায়েব মহাশয়! আমার বাবা কৈ? এই এক মাস হয় নাই, তিনকুড়ী টাকা খরচ করিয়া বাবার বিবাহ দিয়াছি। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে আল্লা!! ও খোদায়!!! একি করিলে!!! ওরে এমন ডাকাত কখনই দেখি নাই। দিনে দুপুরে ডাকাতী। সাহেবের চাকর হইয়া সুখে থাকিবে গায়ে কাঁটার আঁচড়টী লাগিবে না, তাহার ফল বুঝি এই হইল? আপনারা আমার ছেলেকে কি করিলেন? আমার ছেলে কৈ? নায়েব মহাশয়! আপনার দু খানি পায় ধরিয়া বলিতেছি আমার কালু কোথায়? দোহাই তোমাদের পিতা মাতার আমার কালুকে একবার দেখাও!

হরনাথ মিশ্র মানুষ কিন্তু গঠিত পাষাণে। কুঠীয়াল নর-ব্যাঘ্র, তার চাকরের মনে মায়া মমতা থাকা সম্ভবতই অসম্ভব। কিন্তু সে সময় সে কঠিন প্রাণও গলিয়া গেল। কালুর মাতার ক্রন্দনে সে নিরস, নির্দ্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইল। মায়াবসে সে বিকট-চক্ষেও জল ঝরিল। জিহ্বায় জড়তা আসিল। মুখে কথাটী নাই! যার মুখে, সর্ব্বদা কথা, মেজাজ

গরম, নজর গরম—কালুর মাতার কথা কয়েকটিতে—একেবারে বপ-রীত ভাব ধারণ করিল। কি বলিবেন কি করিবেন, কি বলিয়া তাহার কথার উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল পর বহু কষ্টে বলিলেন। "চুপ কর, চুপ কর, কুঠীতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন। গোল করনা। তোমার কালু ভালই আছে। কোন চিন্তা নাই। তার কিছু হয় নাই। কে বলেছে? মিছে কথা,—ও সকলি মিছে কথা।"

কালুর মা হরনাথের পদতলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল।

"ওরে বাবা! আমার ঐ একটী ছেলে। বড় দুঃখে ওকে বড় করেছি। ভিক্ষা করে,—নিজে পেটে না খেয়ে বাবাকে খাওয়াইয়ে মানুষ করিছি। ওর বয়স্ যখন সাড়ে চার বছর সেই সময় ওর বাপ মারা গেছে। আরে আল্লা! সে কথা না আমার মনে গাঁথা আছে। হায়! হায়! এখনও কল্‌জে ফেটে যায়, এই সাহেবেই তার হাত, পা, টানা দিয়ে গাছে বেঁধে মার দিয়েছিলেন। তাতেই সারা! যে বিছানায় পলো, আর উঠে বসলো না। আর ধানের ভাত মুখে গেল না। পেট দিয়ে থানা থানা রক্ত পড়ে মাস খানেক ভুগে ভুগে যেখানকার লোক সেইখানে চলে গেল। দুট মুখের কথা কয়ে দেলাঁসা দেয়, এমন লোক দুনিয়ায় আমার কেউ ছিল না। এখনও নাই। খেয়ে না খেয়ে কালুকে মানুষ করে ছিলাম। বাবা আমার! কাল রেতে ভাত খেয়ে সাহেবের কামরায় পাখা টান্‌তে এসেছিল, রোজ রোজ বেলা উঠলে বাড়ী যায়, আজ দু দিনের মধ্যে তার খোজ খবর নাই। লোকে যা বল্‌ছে তা মুখে আন্‌তে পারি না। তোমরা আমাকেও খুন কর।"

হরনাথের তখন মেজাজ একটু গরম হইল। বলিলেন চুপকর্ চুপকর্। প্যারী সুন্দরীর লাঠিয়ালেরা যে কালুকে জখমী করেছে তাকি তুই শুনিস নাই? মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাকে পাবনার ডাক্তার খানায় আরাম হবার জন্য পাটিয়ে দিয়েছেন। আরাম হলেই ফিরে আস্‌বে। যে কদিন কালু বাটীতে না আসতে পারে, সে ক দিন তোমার খাবার কোনই কষ্ট হবে না। এই চারিটী টাকা দিচ্ছি পেট চালাওগে। ফুরাইলে আবার আসিও।

কালুর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "নায়েব মহাশয়! আমি তোমার টাকা চাহি না। আমি আমার বাবাকে পাবনায় দেখিতে চল্লেম।"

এই বলিয়া কালুর মাতা টাকা ফেলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আফিস ঘর হইতে বাহির হইল।

নায়েব মহাশয় চৈত সিং আর দুই তিন জন লোককে তখনি আদেশ করিলেন যে, হারামজাদীকে ধরিয়া উহার বাটীতে লইয়া যাও। কিছুতেই বাটী ছাড়িয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারে। খুব সাবধানে রাখিবে। খুব সাবধান! শীঘ্র যাও।

হুকুম পাওয়া মাত্র যম দূতেরা পুত্র হারা মায়ের প্রাণে নূতন রকমের যন্ত্রণা দিতে লাঠী ঘাড়ে করিয়া তখনি ছুটিল।

বাঁসীর কাঁদিবার কেহ ছিল না। ষোড়সী স্ত্রী মাত্র। সে আপন কুঁড়ে ঘরে একা একা বসে কি ভাবিতেছে, ঈশ্বর জানেন। ভিন্ন গ্রামের মেয়ে, ঘর হইতে বাহির হওয়া তাহার সাজে না। সে আর কুঠিতে গেল না। বাঁসী সাহেবের শয়ন ঘরের পাহারাদার ছিল। কালু ও বাঁসীর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিয়াছেন। হায় রে সংসার! হায় রে শত্রুতা! শত্রুতা সাধনে লোকে না পারে এমন কোন কার্য্যই নাই। ধন্য সংসার!!

নবম তরঙ্গ।

কালু ও বাঁসী।

মোকদ্দমা সাজাইবার জন্য একজন পাহারাওয়ালা এবং পাঞ্জাবরদারকে সাংঘাতিকরূপে আঘাত করা হইয়াছে। কালু সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়াছিল, কুড়ন সর্দ্দার হরনাথের হুকুমে কালুর পিছন হইতে বিনা অপরাধে দুঃখিনীর সন্তানকে সড়কী মারিয়া বুক পার করিয়া দিয়াছে। বাঁসী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গুদাম ঘরে গিয়া ঘুমাইয়াছিল। শয়ন অবস্থাতেই ঐ পাষণ্ড কুড়ন, হরনাথের আজ্ঞায় বাঁসীর মাথায় লাঠীর আঘাত করিয়া মাথা ফাটাইয়া

দিয়াছে। গুদাম ঘরের মধ্যে হঠাৎ আর্ত্তনাদ এবং চীৎকারের কারণও তাহাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীদিগের নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিয়া দুই থানার দারগা মোতাইন করিলেন। কোন্ সময় কুঠী ছাড়িয়া পাবনাভিমুখী হইলেন, তাহা কথকের মনে নাই। তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পাবনায় চলিয়া গেলে মীর সাহেব মেম সাহেবের সহিত দেখা করিয়া বাটীতে আসিয়াছিলেন, ইহা বেশ মনে আছে।

এদিকে টি, আই, কেনী যশোহর হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কুঠীতে আসিয়া সমুদয় বিবরণ শুনিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা যে, প্যারীসুন্দরীর বাটী লুট করেন। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ ক্ষান্ত দিলেন। সাহসও হইল না। কারণ বে-পাল্লা। সুন্দরপুরের নিকটে সাহেবের জমিদারী নাই। লোকজন সংগ্রহ করিয়া রাখারও কোন সুযোগ স্থান নাই। সাত পাঁচ ভাবিয়া মোকদ্দমার যোগাড়ই ভালরূপ করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রমাণ ইত্যাদি ও আর আর তদ্বীর যাহা বাকি ছিল, তাহাই করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। আরও আদেশ করিলেন যে,—"প্যারীসুন্দরীর চাকর কি প্রজা যাহাকে যে, যে স্থানে পাও, ধরিয়া আমার নিকট হাজির করিলেই উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।"

দেশময় লুটের কথা—খুনের কথা—সত্য কথা—মিথ্যা কথা—নানা কথা—নানা লোকে নানা প্রকার, প্রকাশ্যে গোপনে; বলাবলি করিতে লাগিল। চারিদিকে হুলুস্থূল ব্যাপার—তুমুল কাণ্ড!

দশম তরঙ্গ।

আক্ষেপ।

রামলোচনের মুখে কথা নাই। লজ্জা রাখিবারও আর স্থান নাই। নিজে দলপতী হইয়া অপ্রস্তুত—শুধু অপ্রস্তুত? অপ্রস্তুতের একশেষ। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিনাশ—অযথা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং শত মুখে নিন্দা! প্যারী-

সুন্দরীর নিকটে রামলোচন সকল কথা খুলিয়া বলেন নাই। সত্য মিথ্যা একত্রে, ভেল আসলে "আমেজ" করিয়া যুদ্ধের কথা শেষ করিয়াছেন।— "সন্ধানী লোকে মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিল। মেম সাহেব কি সাহেব কেহই কুঠীতে ছিলেন না। অনর্থক যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সাহেব মোকদ্দমা সাজাইতে ত্রুটি করেন নাই। কুঠীর উপর পর্য্যন্ত যখন চড়াও করা হইয়াছে তখন সাহেব অল্পে ছাড়িবেন না। কোনরূপ মিথ্যা ফাঁদে ভাল করিয়া আঁটকাইবার চেষ্টা করিবেন। কথা ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে, সকলেই শুনিয়াছে, প্যারীসুন্দরীর লাঠিয়ালেরা সাহেবের কুঠী লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। ১০।১২টী লোক জখমী, তিনটী খুন!!!"

প্যারীসুন্দরী এই ঘটনা শুনিয়া একটুকুও ভীতা হইলেন না। ক্ষণকালের জন্যও ভাবিলেন না। রামলোচনকে স্পষ্ট ভাবে বলিলেন বেশ হইয়াছে। "আমার লাঠীয়াল কুঠী লুট করিয়াছে, দশজনের মুখে একথা শুনিয়াও আমার সুখ বোধ হইতেছে। আমি বাঙ্গালীর মেয়ে, সাহেবের কুঠী লুটিয়া আনিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? সাহেবের পক্ষে ১০।১২টী জখম, তিনটী খুন! চিন্তা কি? মোকদ্দমার পথে চলিলে প্যারীসুন্দরী কখনই হটিবে না। সদর নেজামত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইবে। এত দিনে জানিলাম—কেনীর ক্ষমতা বল্ সকলি বুঝিলাম।—আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে। তোমরা ক্ষণকাল জন্যও অন্তরে ভয়কে স্থান দিও না। একবার—দুবার—না হয় তিন বার—চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? আবার চেষ্টা। এখন তোমাদের কার্য্য মোকদ্দমার জোগাড়। অন্য দিকে আবার লাঠীয়াল সংগ্রহ। দেখি কয়বার ফাঁক যায়। একদিন হাতে পাইবই পাইব। আরও একটী কথা আমি তোমাকে বলি, যে ব্যক্তি যে কোন কৌশলে কেনীর মাথা আমার নিকট আনিয়া দিবে, এই হাজার টাকার তোড়া আমি তাহার জন্য বাঁধিয়া রাখিলাম। এই আমার প্রতিজ্ঞা। আরও প্রতিজ্ঞা, আমার জমিদারী, বাড়ী, ঘর, নগদ টাকা, আসবাব যাহা আছে, সমুদায় কেনীর কল্যাণে রাখিলাম। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, সুন্দরপুরের সমুদয় সম্পত্তি কেনীর জন্য রহিল। কিছু না থাকে ঘটী হাতে করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া মুষ্টিভিক্ষায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

দ্বারে দ্বারে কেনীর অত্যাচারের কথা কহিয়া বেড়াইব। যে ঈশ্বর জগতের মুখ দেখাইবার পূর্ব্বেই আহারের সংস্থান করিয়া মায়ের বুকে রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ঈশ্বরের নাম করিয়া প্যারীসুন্দরী যাহার দ্বারে দাঁড়াইবে, সেইখানেই সমাদরে স্থান পাইবে। দুরন্ত নীলকরের হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে জীবন যায় সেও আমার পণ। আমি আমার জীবনের জন্য একটুকও ভাবি না। দেশের দুর্দ্দশা, নিরীহ প্রজার দুরবস্থা কথা শুনিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। মোকদ্দমার জন্য তোমরা ভাবিও না। যত প্রকারের তদবির হইতে পারে তাহা কর।"

রামলোচন বলিলেন।—আমার বোধ হইতেছে শীঘ্রই থানাদার দারগা, জমাদার, আসামী ধরিবার জন্য মফস্বলে গ্রামে গ্রামে আসিবে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন।—তাহাতে ভয় কি? যত টাকা লাগে দারোগাকে দেও, আর এই বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়াইয়া দেও যে, আসামীর নামের কোন লোক আমার বাটীতে নাই, আমার সরকারে নাই। সুন্দরপুর গ্রামে নাই। আমার এলাকার মধ্যে নাই। আমরা কখন সে নামের কথা শুনি নাই। সাহসে কম হইবে না। রামানন্দ বাবুর উপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য, জমিদারী সকলি আজ কেনীর জন্য তাঁহারই কন্যা প্যারীসুন্দরী রাখিয়া দিল। আর তাঁহারও পৈতৃক জমিদারী নহে। ইহাও ইংরেজের অনুগ্রহেই হইয়াছিল। তাহারাও ইংরেজ, কেনীও ইংরেজ একপ্রাণী বটে,—তবে,—মানুষ আর শূকর। এক ঝাড়ের বাঁশ—কেহ হাড়ীর ঝাঁটা, কেহ পূজার ফুলের সাজী। কত ইংরেজ কত কার্য্যে এদেশে আসিতেছেন কৈ? কেনীর মত নররাক্ষসত একটীও দেখি না। অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে। কুমারখালীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসমের কুঠীর কল্যাণেই পিতার এত ঐশ্বর্য্য, এত জমিদারী। ইংরেজ বাহাদুরের শুভ দৃষ্টিতেই সুন্দরপুরের ঘরের সৃষ্টি। বোধ হয় কেনীর কল্যাণে সকলি মাটি হইবে। একেবারে সারা হইবে!! তোমরা আমার আদেশ মত কেহই কার্য্য করিতে পার না, ইহাই আমার মনের দুঃখ। একজন—দৌরাত্ম্যকারী—ইংরেজকে জব্দ করিতে পারিলে না, ভালরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে না! ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা! বড় ঘৃণার কথা! দেখত এদেশে আমরাই সকল, আমাদেরই দেশ, আমাদেরই লোক

জন লইয়া একা কেনী আমাদের উপর এত অত্যাচার, এত দৌরাত্ম্য, এত জুলুম করিতেছে। তোমরা শত সহস্র লোক একত্র হইয়াও দুইবারে কিছুই করিতে পারিলে না। নিশ্চয় জানিলাম তোমাদের মাথায় কিছু নাই। কিছুই নাই,—খালি হাড় আর পচা মজ্জা। কি করি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল। আমি স্ত্রী—লোক—

কেনীর দৌরাত্ম্যে না টিকিতে পারিয়া এদেশের অনেকেই তাহার সহিত যোগ দিয়াছে, সত্য সত্যই কি তাহারা যোগ দিয়াছে? মনেও করো না—সে কথা কখনই মনে করো না। সে যোগ দায়ে পড়িয়া, সে প্রণয় না পারিয়া, সে ভালবাসা, সে আনুগত্য—অপমানের ভয় প্রাণের ভয়, স্ত্রী-পরিবারের প্রতি অত্যাচারের ভয়, ভাবিয়া। যাহা মনে জাগে, তাহা তাদের মনেও জাগে। তাহারা কি কেনীর কুটুম্ব না আত্মীয়? না দেশের লোক? তাহাদের নিকটে যাওয়া আসা করা চাই। যথাসাধ্য গোপনে গোপনে তাহাদের সাহায্য, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া চাই। যাহাতে সকলের মন এক হয়, তাহার উপায় করা চাই। প্রকাশ্যে যাহাই করুক, হিন্দু মুসলমানকে এক ভাবা চাই। শত্রুতা বিনাশ করিতে একতা শিক্ষা করা চাই। একতাই সকল অস্ত্রের প্রধান অস্ত্র। জাতিভেদে হিংসা, জাতিভেদে ঘৃণা, দেশের মঙ্গল জন্য একেবারে অন্তর হইতে চিরকালের জন্য অন্তর করা চাই। সকলের এক প্রাণ—এক দেহ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা চাই। একভাবে, একমতে বুদ্ধি চালনা করা চাই। আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি, যাহারা কেনীর পক্ষে আছে তাহারা মনের সহিত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না। কেনীর মন যোগাইতে হাঁ, হুঁ করিবে মাত্র। চেষ্টা করিলে, বিপদকালে সকলেই সকলের উপকার করিতে পারে। অর্থ-বল আর বাহু—বলই যে বল তাহা নহে। শত্রু দমন করিতে হইলে, অন্য বলেরও আবশ্যক। চেষ্টা করিলে সকলেই সকলের কিছু না কিছু উপকার করিতেই পারে। আমি অর্থের বল চাই না। বাহু বলেরও তত দরকার করিতেছে না। ঈশ্বর আমাকে এ দুই বল যা দিয়াছেন কেনীর জন্য উহাই যথেষ্ট। যে বলের অভাব সেই বলের অন্বেষণ কর, যদি পাও, সাহায্য চাও—সাহায্য লও। আর কেনী যে বলে বলিয়ান, তার অনুকরণ কর। দেখী কেনী যায় কোথা? একা কেনী—

আসিবার দিন মাত্র একখানি বেত, আর একটী টুপী লইয়া আসিয়াছিল, তা লোকের কাছে গল্পও করে যে, আমার বেত টুপী সার। যদি নাই থাক্‌তে পারি যাহা লইয়া—আসিয়াছিলাম তাহাই লইয়া যাইব। দেখত কেমন সাহস। আর কেমন ভাল হওয়ার চেষ্টা। তোমাদের কি ওরূপ সাহস আছে, না উৎসাহ আছে? তোমাদের সকলি মুখে, কাজে কিছুই নাই। কেবলই হৈ হৈ। কার্য্য—বুঝিয়া, কার্য্যের গুরুত্ব—বুঝিয়া চলিবে না, বুঝিয়া করিবে না।—আচ্ছা যাহা বল তাহা করিতে পারিলেও মুখের গৌরব বজায় থাকে।—কথার মূল্য বাড়ে। ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকা কথা দুই সমান। কেবল বারুদ ক্ষয়, আর মাথা ক্ষয়। তোমরা বোঝ আর না বোঝ, পার আর না পার, মুখের জোর কিছুতেই কমে না। বাকি রহিল মাথা—সে মাথা একেবারে নাই বলিলেও হয়, কারণ প্রায়ই ঠিক থাকে না। যাহা হউক আর বেশী বল্‌তে ইচ্ছা করি না। মনে ভেবে রেখ, খুব দৃঢ় বিশ্বাস করে স্থির রেখ যে, সকলেরই শেষ আছে। আমি যদি এই জালেমের হাত থেকে আমার প্রজা রক্ষা করিতে না পারি তাতে দুঃখ নাই, কারণ কালে কেনীর ধ্বংস আছেই আছে। আমার দুঃখ এই যে, আমি সে সকল ঘটনা চক্ষে দেখতে পারিব না। দয়ার হাত বিস্তার—নির্দ্দয়ের হাত সঙ্কোচ। যে দিন কেনীর সময় পূর্ণ হইবে, সে দিন সামান্য বলে সামান্য কারণে কেনী মহা অস্থির হইয়া উঠিবে।

কথা শেষ হয় নাই, এমন সময় খবর আসিল যে, দারগা, জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদারে প্রায় ৪ শত লোক আসিতেছে।

প্যারীসুন্দরী বলিলেন।—তাহারা কোম্পানীর লোক, তাহাদিগকে খুব আদর কর। কি জন্যে আসিয়াছে শোন। যদি সেই কারণেই আসিয়া থাকে, তবে এইক্ষণে সে সব আলাপ কিছু না করে,—আগে আহারের জোগাড়, জল খাবার জোগাড়, বাসার জোগাড় বিশ্রাম উপযোগী স্থানের জোগাড় করিয়া দেও, পরে অন্য কথা। অন্য জোগাড়। কিছুতেই যেন তাহাদের সমাদর, আদরের, যত্নের, ত্রুটি না হয়।

সেলাম বাজাইয়া রামলোচন ত্রস্থে চলিয়া গেলেন।

একাদশ তরঙ্গ।

দলীলের বাক্স।

পাঠক! জামাই বাবুর সেই বাক্স চুরির কথাটা একবার মনে করুন। তিনি অন্য কোন মূল্যবান জিনিস না লইয়া সামান্য একটা বাক্স অত পরিশ্রম অত জোগাড়ে হস্তগত করার কারণ কি? তাহা বোধহয় বুঝিতেই পারিয়াছেন। সন্ধানী বিনোদ, ঐ বাক্সে অছিয়তনামা—

বিনোদ বলিয়াছে আমি জানি ঐ আলমারার নিকটের হাত বাক্সটীর মধ্যেই অছিয়তনামা আছে। আমি মীর সাহেবকে রাখিতে দেখিয়াছি।—আমি অছিয়তনামা চিনি। বিনোদ মীর সাহেবের বিশ্বাসী, মীর সাহেবের অনেক গুপ্তকথা জানে, সুতরাং অছিয়তনামার সন্ধানও যথার্থ। জামাই বাবু বিনোদকে একেবারে বড়লোক করিবেন,—কোরাণ ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহার পরেও শতেক দেড় শত বিনোদের বাড়ী গিয়াছে। তাহার পরেও বিনোদের কত তোষামদ, কত খাতির। বাক্সটী খুব সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। সুযোগ পান নাই বলিয়া খুলিয়া দেখিতে পারেন নাই। এক দিন খুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, চাবি নাই। অন্য অন্য চাবি দিয়াও দেখিয়াছেন, খোলে না। তালার কল্‌টি পর্য্যন্ত ঘোরে না। ভাঙ্গিতেও সাহস হয় না। বাক্স ভাঙ্গার কথা প্রকাশ হইলে যদি ঐ বাক্সের তালাস হয়—না পাওয়া গেলেই সন্দেহ হইবে যে, জামাই বাবুই একীর্ত্তি করিয়াছেন। বাক্স ভাঙ্গার কারণ কি? রাত্রে বাক্স ভাঙ্গার আবশ্যক কি? নানা ভাবনার পর স্থির করিয়াছেন যে হাতে পাইয়াছি কাজ উদ্ধার হইয়াছে। যে দিন সুবিধা আর সুযোগ পাইব, সেই দিন আবার খুলিবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। নিতান্ত পক্ষে না খোলে ভাঙ্গিব। দেখি কি হয়।—কিছু দিন চাপিয়া যাই। এমন সুন্দর বাক্সটী ভাঙ্গিতেও মনে কষ্ট হয়। ভাবি স্বার্থে অযথা ব্যাঘাত, ভয়, কলঙ্ক, অপবাদ, লজ্জা, এই কএকটী বিষয় ভাবিয়া বাক্স খুলিবার কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা আর করিলেন না। মনে মনে আরও স্থির করিলেন যে মূল দলীল ত হাতে আসিল, এখন অন্য অন্য দলীল হাতে করা চাই।

সকলের সম্মুখে মীর সাহেব জামাই বাবুকে এক দিন বলিলেন। চিরকাল শালঘর মধুয়ার কুঠীর মালিক সঙ্গে বিবাদ বিষম্বাদ ছিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় "কেনী" এখন অনুগ্রহই করেন। এদিকে বিষয়াদিতেও আর কোন গোলযোগ দেখি না। এই সময় আমি একবার * সেরাজগঞ্জ হইয়া আসি। অনেক দিন যাই না। একবার গিয়ে দেখিতে হয়। এ বাটীর কাজ কর্ম্ম সকলি আপনি দেখিবেন। বাপু! আমার আর কোন আশা নাই। সকলি তোমাদের, আমার আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। তোমাদের কাজ কর্ম্ম তোমরা দেখে শুনে কর। আমি নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে দুট খেতে পেলেই হল। তোমাদের ঘর সংসার তোমরা দেখে শুনে রক্ষা কর।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—স্ত্রী পরিবার বিহীন গৃহী বড়ই অসুখী। ঘরের লক্ষ্মীই ঘরণী। যদি তাহাতেই অনিচ্ছা, তবে একবাবে সর্ব্বত্যাগী হয়ে "ফকিরী" গ্রহণ করাই ভাল। গৃহী অথচ কিছুই নাই। হুজুর এর অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না।

মীর সাহেব বলিলেন।—আবার!!—জেনে, শুনে, ভুগে, আবার!! যে নূতন সংসারী তার কাছেই সংসার সুখের। ভুক্তভোগীর নিকট অন্য প্রকার। সে ফাঁদে আবার পড়িব? সংসারে সুখ নাই। যদি বলেন আমার বংশলোপ হইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যা কিছুই নাই। তাহাতে দুঃখ কি? কত লোকের সন্তান জন্মিবে, বংশ রক্ষা করিবে। আমার নাইবা হইল। আমি স্ত্রী পরিবার এবং দুনিয়ার সুখ দুঃখ ভাল করিয়া ভোগ করিয়াছি। সন্তানের সাধ, বিষয় সম্পত্তির সাধ সকলি মিটাইয়াছি। আমোদ আহ্লাদের সাধ মিটাইতেও কম্ করি নাই। আর কেন? অনেক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে শরীরের অবস্থার সঙ্গে—সংসারীর—অনেক কার্য্যে যোগ আছে।

দেবীপ্রসাদ বলিলেন।—আপনি যদি বয়সের কথা পাড়েন, তবে ত, আমরা মারা গিয়াছি। বড় মীর সাহেব আমার ছোট ছিলেন। বয়সে কি করে?

মীর সাহেব বলিলেন।—বয়সে কিছু না করুক। আমি আর ও ফাঁদে পা, দিতে ইচ্ছা করি না। আমার গায়ে বাতাস লাগিয়াছে। সর্ব্বস্ব

---

* সেরাজগঞ্জের অধীন কোন গ্রামে মীর সাহেবের ভগ্নি বাড়ী।

গিয়া একটী মাত্র ছিল তাহাও যখন গেল, আর আশা কি? সকলি ঈশ্বরের কৃপা। এখন আছি ভাল। দয়াময়ের দয়ায় এখন আছি ভাল।

কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কেনীর চাকর কলিম সর্দ্দার আসিয়া, সেলাম বাজাইয়া বলিল,—

হুজুর!—সাহেব!—এই ডিহিতে নীল দেখিতে আসিয়াছিলেন, হুজুরের আম বাগানের নিকট, হাতীর উপরে আছেন, কি কথা আছে—সেলাম দিয়াছেন।

মীর সাহেব যে, অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই বাগানের নিকট গিয়া, কেনীর সহিত সাক্ষাত করিলেন। অনেকেই দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সাক্ষাত-দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কথাবার্ত্তা স্পষ্ট ভাবে হইলেও দূরতা হেতু কেহ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিল না। কেবল সময় সময় কেনীর মুখে চক্ষে, রাগের চিহ্ন দেখা—আর প্যারীসুন্দরীর নাম কানে শোনা।—শেষের কথাটা বোধ হয়, স্পষ্ট ভাবেই সকলের কানে গেল। "বেত আর টুপী—আবার উহা লইয়াই জাহাজে চড়িব।"

অনেকে অনেক অর্থ ঘটাইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল উভয়ের আলাপ হইল।—কেনী যাইবার সময়ে, আর কএকটী* কথা চুপি চুপি মীর সাহেবকে কহিয়া হাতিতে উঠিলেন।—হাতিতে উঠিতে উঠিতে আবার বলিলেন, "ভুলিবেন না, ফের বলিতেছি ভুলিবেন না।" পুনঃরায় উভয়ে উভয়কে সেলাম দিয়া কেনী দক্ষিণ মুখি হইলেন। মীর সাহেব উত্তর মুখি হইয়া বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। গুপ্ত দর্শকগণ মীর সাহেবকে আসিতে দেখিয়া আমবাগান হইতে, নানা পথে ছুটিয়া মীর সাহেবের অগ্রেই বৈঠক খানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আপন আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন।

মীর সাহেবও ধীরে ধীরে আসিয়া আপন ঘরে প্রবেশ করিলেন। মজলিস আবার জমাট্ বান্ধিয়া গেল। কথা চলিতে লাগিল।—

মীর সাহেব বলিলেন।—ধন্য বাঙ্গালীর মেয়ে। সাবাস সাবাস! সাহেবকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। সাহেব এতদিন, সকলকে, যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছেন, তাহার প্রতি শোধ বুঝি প্যারীসুন্দরীর হাতে হয়। প্যারীসুন্দরী সাহেবের ধনে প্রাণে সারা করিতে স্থির হইয়া বসিয়াছে।—

আবার কুঠী লুট করিবে। কেনীর মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে। মেম সাহেবকে ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসী বানাইবে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সাহেব না কি এই সকল কথা তাঁহার কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছেন। শুনিয়া মহা ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্যস্ত হইবারই কথা।—হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া কুঠী রক্ষা, আত্মরক্ষা, মেম সাহেবকে রক্ষা কবিবার উপায় করিয়াছেন। ধন্য—প্যারীসুন্দরী।—এতবড় মোকদ্দমা মাথার উপরে, তার উপরেও এত সাহস! এত জেদ্। এতদূর চেষ্টা।

অনেক কথাবার্ত্তার পর সময় বুঝিয়া দেবীপ্রসাদ বলিলেন, হুজুর! থাকের নক্সাটা দেখা নিতান্তই আবশ্যক হইতেছে। কি কুক্ষণেই যে, আসাদ আলীর সহিত স্বর্গীয় বৃদ্ধ মীর সাহেবের বিবাদ বাধিয়া ছিল। আজ পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলিতেছে। দুই পুরুষ যায়। তবু বিবাদের শেষ হইল না। কত পুরুষ যে এই বিবাদ্ থাকিবে ঈশ্বর জানেন। আবার এই সম্মুখের চর লইয়া বিবাদ উপস্থিত, নক্সটার নিতান্তই দরকার হইয়াছে।

"থাকের নক্সা কেন? আমি অনেক দিন হইতে ভাবিয়া স্থির করিয়াছি, বিষয়াদির যাবতীয় দলীল এক ফিরিস্তি করিয়া "ছলা মিয়াঁকে" বুঝাইয়া দেও। যাহাদের কাজ তাহারা দেখে শুনে করুক। আমি আর ও ঝঞ্ঝাটে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আজই সমুদায় দলীল বুঝাইয়া দেও।"

জামাই বাবু শ্বশুরের কথা শুনিয়া, চমকিয়া উঠিলেন! অন্তরে আঘাত লাগিল। এ অস্ত্র আঘাত নহে, এ দুঃখের আঘাত নহে, ভক্তির সহিত প্রেমের আঘাতও নহে। এ গ্নানি!—এ আত্মগ্লানির বিষম আঘাত।

যাহার সর্ব্বনাশ করিতে তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। যাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিবার কথা সময় সময় অতি গোপনে মুখে আনিতেছেন, অস্ত্রে খুন, কি ঔষধে, নিজে কি অপরের দ্বারা, —এচিন্তাও মস্তকে আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহার মুখ দেখিতে চক্ষু নারাজ! তাঁহার এই ভাব? এমন সরল ভাব? এমন প্রেম পূর্ণ—পবিত্র ভাব? কি ভালবাসা কথা! "যাহাদের কাজ তাহারা করুক।"—সাগোলাম অস্থির হইলেন। মনে সেই এক প্রকার নূতন ভাবের ভাব দেখা দিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী শক্তি ছটা—একটী কথায়, কোথায় সরিয়া গিয়া, ভয়ের সঞ্চার

হইল, হৃদয় কাঁপিয়া গেল, অঙ্গ সিহরিয়া উঠিল, বুক শুকাইয়া দুর দুর করিতে লাগিল কথাটা কি? কথা আর কিছু নহে, মীর সাহেব মাঙ্গনকে দলীলের বাক্স আনিতে আদেশ করিয়াছেন, সমুদায় দলীল এখনই জামাই বাবুকে বুঝাইয়া দিবেন।

কোন কোন পাঠক! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ও কথায় অঙ্গ সিহরিবে কেন? ভয়েরই বা সঞ্চার হইবে কেন? জামাই বাবুরত, এক প্রকার—শুভ সংবাদ, মঙ্গলের কথা—আনন্দের কথা।—তাহা নহে, পাঠক! তাহা নহে, আনন্দের কথা নহে,—সম্পূর্ণ নিরানন্দ। মহা সঙ্কট! এবং বিষম ভয়।—এখনও বুঝিতে পারেন নাই?—জামাই বাবুর মুখশ্রী,—বিশ্রী হইয়া ধূলা উড়িবার কারণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই!—"তাঁহার সেই চুরি করা বাক্স।" সেই বাক্সটিই যদি দলীলের বাক্স হয়, ঐ নিশীথ সময়ে তোষাখানার মধ্যে হামাগুড়ি পাড়িয়া যাইয়া চুরি করা বাক্সটিই যদি দলীলের বাক্স বলিয়া চিহ্নিত থাকে, তবেত এখনই মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে; ধরা পড়িলেও পড়িতে পারে। এই কারণে জামাই বাবু—চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে কত পীর, কত ফকির দোরবেশদিগের দরগায় নজর, সত্যপীরের সিন্নি, মাণিকপীরের খাজা, বড় পীরের মলিদা, মুস্কিল আসানের রোজা, কত কি মানত করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাঙ্গন দলীলের বাক্স আনিয়া মীর সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া দিল। জামাই বাবু বাঁচিলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া. বাঁচিলেন, গা দিয়া ঘাম ছুটিল, চিন্তা বিকার ছাড়িয়া গেল, রক্ষা পাইলেন, ধরা পড়িলেন না। কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। সে বাক্সের কোন কথাই উঠিল না। দলীলের বাক্স তবে অন্য বাক্স, তাহা স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। আর চিন্তা কি?

মীর সাহেব বাক্স খুলিয়া থাকের নকসাটা দেবীপ্রসাদের হাতে দিয়া, বাক্স সমেত দলীল জামাই বাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। এবং বলিলেন।—

আপনি সমুদায় দেখিয়া আপন হাতে রাখিয়া দিন। জমিদারী সংক্রান্ত সমুদায় দলীল, ঐ বাক্সে আছে।

বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে, এবং অনায়াসে, জামাই বাবুর মনের আশা পূর্ণ হইল। মীরসাহেবের সরল ভাব, প্রেমপূর্ণ পবিত্র ভাব,